পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড
(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী-২০০৪

(বাণিজ্যিক, শিল্প, মৌসুমী, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সিএনজি ও চা-বাগান গ্রাহকের জন্য প্রযোজ্য)

(মাস ও বৎসর)

প্রধান কার্যালয় ঃ নলকা, সিরাজগঞ্জ।

ঃ সূচীপত্র ঃ

অনুচ্ছেদ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১.০	ভূমিকা	০৩
১.১	উদ্দেশ্য	০৩
১.২	ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের সংজ্ঞা	০৩
২.০	গ্রাহক শ্রেণীর বিণ্যাস, সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য	০৪
২.১	শ্রেণী বিন্যাস	০৪
২.২	সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য	০৫
৩.০	গ্যাস সংযোগ, বিভিন্ন প্রকার ফি/চার্জ, নিরাপত্ত জামানত	০৫
৩.১	গ্যাস সংযোগ পক্রিয়া	০৫
৩.২	সম্মতি পত্র	০৮
৩.৩	গ্যাস সংযোগ ফি	০৮
৩.৪	পক্রিয়াকরণ অবস্থায় সংযোগ গ্রহণ করা না হইলে সার্ভিস চার্জ	০৯
৩.৫	নিরাপত্তা জামানত নির্ধারণ ও মজাদান পদ্ধতি	০৯
৩.৬	গ্যাস লাইন কমিশনিং ফি	১০
৪.০	গ্যাস স্থাপনা/সরঞ্জামের লোড এবং বর্হিগমন চাপ নির্ধারণ/পুননির্ধারণ	১০
৪.১	স্থাপনার ভূমিকা ক্ষেত্রফলের ভিত্তিতে ঘন্টাপ্রতি লোড ও বর্হিগমন চাপ নির্ধারণ	১১
৪.২	স্থাপনার আয়তনের ভিত্তিতে ঘন্টাপ্রতি লোড ও বর্হিগমন চাপ নির্ধারণ	১১
৪.৩	স্থাপনার ধারণ ক্ষমতার ভিত্তিতে ঘন্টাপ্রতি লোড ও বর্হিগমন চাপ নির্ধারণ	১২
৪.৪	বয়লারের ঘন্টাপ্রতি লোড নির্ধারণ	১২
৪.৫	চালনা ধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক (ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর) নির্ধারণ	১২
৫.০	মিটার রিডিং গ্রহণ, বিল প্রস্তুতকরণ ও প্রেরণ	১৩
৫.১	মিটার রিডিং গ্রহণ	১৩
৫.২	বিল প্রস্তুতকরণ	১৩
৫.৩	বিল প্রেরণ	১৩
৫.৪	আরএমএস/সিএমএস ভাড়া নির্ধারণ	১৩
৫.৫	রাজস্ব আদায়	১৩
৫.৬	বিল পরিশোধের সময়সীমা	১৩
৫.৭	মাসিক ন্যূনতম দেয় বিল (মিনিমাম চার্জ)	১৪
৫.৮	বকেয়া গ্যাস বিলের ওপর সুদ/সারচার্জের হার	১৫
৬.০	পরিদর্শন	১৫
৭.০	অতিরিক্ত বিল, জরিমানা এবং আরএমএস-এর সরঞ্জাম ক্ষতিগ্রস্থ/চুরির জন্য মূল্য আদায়	১৫
৭.১	অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত লোড ব্যবহারের ক্ষেত্রে জরিমানা নির্ধারণ	১৫
৭.২	গ্যাস কারচুপি/অননুমোদিত গ্যাস স্থাপনার জন্য অতিরিক্ত বিল ও জরিমানা ধার্য	১৫
৭.৩	আরএমএস এর সরঞ্জাম ক্ষতিগ্রস্থ/চুরির জন্য মূল্য আদায়	১৮

অনুচ্ছেদ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
৮.০	সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও এতদ্ববিষয়ক ফি	১৮
৮.১	অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকরণ	১৮
৮.২	স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকরণ	১৯
৮.৩	বিচ্ছিন্নকরণ ফি	১৯
৮.৪	পুনঃসংযোগ ফি	১৯
৯.০	বিবিধ	১৯
৯.১	রাইজার/আরএমএস স্থানান্তর ফি	১৯
৯.২	মালিকানা/নাম পরিবর্তন ফি	২০
৯.৩	গ্যাস লোড হ্রাস/বৃদ্ধি ও পুনর্বিন্যাস ফি	২০
৯.৪	মিটারের সঠিকতা পরিক্ষণ	২০
৯.৫	প্রাকৃতিক কারণে মিটার ধীর/দ্রুত গতির জন্য বিল সংশোধন	২০
৯.৬	বিদ্যমান সংযোগ সুষমীকরণ	২০
১০.০	বিদ্যমান বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ	২১
১১.০	আরবিট্রেশন	২১

পরিশিষ্ট ক- গ্রাহক শ্রেণী বিন্যাস
পরিশিষ্ট খ- চালনা ধাঁচ ও ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর
পরিশিষ্ট গ- গ্রাহক সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার ফরমের নমুনা
পরিশিষ্ট ঘ- গ্রাহকের সহিত সম্পাদিতব্য চুক্তিপত্রের নমুনা

১.০। ভূমিকা ঃ

প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের প্রধান প্রাথমিক জ্বালানী শক্তি। ষাটের দশকের শুরুতে এদেশে সর্বপ্রথম গ্যাস ব্যবহার শুরু হয়। বর্তমান সময় পর্যন্ত দেশের দক্ষিণ ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা সম্ভব হইয়াছে এবং অবশিষ্ট এলাকায় গ্যাস পাইপলাইন সম্প্রসারণের কাজ চলিতেছে। বর্তমানে চারটি বিতরণ কোম্পানী সারাদেশে প্রায় ১৩ লক্ষ গ্রাহকের নিকট বিরামহীনভাবে প্রতিদিন প্রায় ১,৩০০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস বিতরন করিতেছে। প্রাকৃতিক গ্যাস দ্বারা বৎসরে দেশে উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রায় ৯০ ভাগ এবং প্রায় ২.৯ মিলিয়ন টন সার উৎপাদন ছাড়াও শিল্প, বাণিজ্যিক, আবাসিক, চা-বাগান, মৌসুমী, ক্যাপটিভ পাওয়ার ও সিএনজি খাতে ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবে অতুলনীয় ভূমিকা রাখিতেছে। ইহার ব্যাপক চাহিদার ফলে বর্তমানে প্রতি বৎসর প্রায় এক লক্ষ নতুন গ্রাহক গ্যাস সংযোগ গ্রহণে বিপণন কোম্পানী বরাবরে আবেদন করিতেছে। নতুন আবেদনকারীদের গ্যাস সংযোগ প্রদান সহজতরকরণ ও সিষ্টেমে বিদ্যমান গ্রাহকদের সেবারমান উন্নয়নে গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহ অঙ্গীকারাবদ্ধ। ইহাছাড়া এই অনবায়নযোগ্য জ্বালানী সম্পদের মওজুদও অফুরন্ত নয়। তাই সীমিত এই প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করিয়া জ্বালানী চাহিদা পূরণ এবং অর্জিত রাজস্ব যথাসময়ে আদায় নিশ্চিত করিয়া দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ- সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি গ্যাস খাতের উন্নয়ন সাধন করা সরকারের দায়িত্ব।

ঐতিহাসিকভাবে বাংলদেশে গ্যাসের বাজার দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কালক্রমে প্রসারিত হওয়ায় গ্যাস সংযোগ প্রদান ও সংযোগোত্তর নিয়মাবলী যেমন ঃ আবেদনপত্রের সাথে যাচিত বিভিন্ন দলিল-পত্র, সংযোগ ফি ও সারচার্জের হার, লোড নির্ধারণ পদ্ধতি, নিরাপত্তা জামানত, ন্যূনতম দেয়, জরিমানা আরোপ ও আদায় পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ম-কানুনে গ্যাস বিপণন কোম্পানীসমূহের মধ্যে অসঙ্গতি ও বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি হয়। বিদ্যমান এইসব অসঙ্গতি ও বৈসাদৃশ্য দূর করিয়া দেশব্যাপী একটি অভিন্ন রূপরেখা সম্বলিত গ্যাস বিপণন নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম ৪/৬/১৯৯৪ ইং তারিখে পেট্রোবাংলা কর্তৃক একটি কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটি কর্তৃক প্রণীত খসড়া অভিন্ন গ্যাস নিয়মাবলী নীতিমালা ১০/৯/১৯৯৬ ইং তারিখে পেট্রোবাংলা বোর্ডের ২২১তম সভায় অনুমোদন পূর্বক বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। পরবর্তীতে ১৯/১/১৯৯৮ ইং তারিখে পেট্রোবাংলা বোর্ডের ২৪৩তম সভায় এবং ৬/৪/১৯৯৯ ইং তারিখে ২৬৫তম সভায় এবং সর্বশেষ ২৭/৩/২০০২ ইংতারিখে একই বোর্ডের ৩১৪তম সভায় সংশোধনের পর কোম্পানী নির্বিশেষে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু লোড নির্ধারণ পদ্ধতি, ন্যূনতম দেয় বিল, বিভিন্ন প্রকার সারচার্জ/জরিমানা,

১.১। অবৈধ কার্যকলাপে লাইন বিচ্ছিন্নকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিভিন্ন চেম্বার ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের গ্রাহকদের নানাবিধ প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করিয়া আলোচ্য গ্যাস বিপণন পদ্ধতিটি আরো গ্রাহক বান্ধব করার অভিপ্রায়ে সরকারী নির্দেশে পেট্রোবাংলা, গ্যাস বিপণন কোম্পানী, বিভিন্ন চেম্বার ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি জাতীয় পর্যায়ের কমিটির মাধ্যমে পুনঃসংশোধন করা হয়। এর নামকরণ কিঞ্চিত পরিবর্তন করিয়া 'গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী ২০০৪' রাখা হইয়াছে।

উদ্দেশ্য ঃ

সারাদেশে একই শ্রেণীভুক্ত গ্রাহকদের গ্যাস বিক্রয় মূল্য এক ও অভিন্ন হইলেও গ্যাস বিপণন কোম্পানীসমূহ কর্তৃক অনুসৃত নানাবিধ নিয়মাবলীতে বিদ্যমান অসামঞ্জস্য, অসঙ্গতি ও বৈসাদৃশ্য দূর করিয়া গ্যাস সংযোগ প্রদান সহজীকরণ, সংযোগোত্তর সেবার মান উন্নয়ন, কোম্পানী ও গ্রাহকদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সংযোগ প্রদান নিশ্চিতকরণ, বিভিন্ন প্রকার ফি/সারচার্জ, নিরপত্তা জামানত ও ন্যূনততম দেয় বাস্তবতার আলোকে নির্ধারণ, বিল আদায় ও জরিমানা আরোপে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, গ্যাস কারচুপি রোধ তথা সিষ্টেম লস হ্রাস এবং সর্বোপরি সকল স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী ২০০৪' প্রণয়ন কর হইল। এই নিয়মাবলী বাণিজ্যিক, শিল্প, মৌসুমী, ক্যাপটিভ পাওয়ার সিএনজি এবং চা-বাগান শ্রেণীর গ্রাহকদের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

আলোচ্য নীতিমালার আওতায় গ্যাস সংযোগ প্রদান ও অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজতর হইবে; কোম্পানীর আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়গুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে; লোড নির্ধারণ ও জামানতের অর্থ পরিশোধ পদ্ধতি গ্রাহক অনুকূল হইবে; ন্যূনতম দেয় নির্ধারণে গ্রাহক ও কোম্পানী উভয়ের স্বার্থ রক্ষা পাইবে; সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ এবং বিচ্ছিন্নকৃত সংযোগ পুনঃস্থাপন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হইবে; বিভিন্ন প্রকার ফি/সারচার্জ/জরিমানা লোপ বা হ্রাস পাইবে এবং বিল ও বকেয়া পরিশোধ গ্রাহক উৎসাহিত হইবে। সর্বোপরি কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা বৃদ্ধি পাইবে এবং গ্রাহক হয়রানী হ্রাস পাইবে। সংযোগ এবং সংযোগোত্তর সহজতর স্বচ্ছ সেবা প্রদানের জন্য গ্রাহক সংশ্লিষ্ট ফরমসমূহ এবং চুক্তিপত্রের নমুনা এই নিয়মাবলীর পরিশিষ্টে

১.২। অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে যেন ফরমসমূহের ফটোকপি প্রযোজ্য ক্ষেত্র অনুযায়ী ব্যবহার করা সম্ভব হয়। আলোচ্য গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী বাস্তবায়ন তথা গ্যাসের সুষ্ঠু ব্যবহার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখিবে।

গ্রাহক প্রতিক্রিয়া এবং কোম্পানীর স্বার্থ বিবেচনায় 'গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী ২০০৪' এর যে কোন ধারার পরিবর্তন/ পরিবর্ধন এবং সংযোজন/বিয়োজনের অধিকার যথাযথ কর্তৃকপক্ষ সংরক্ষণ করিবে।

ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের সংজ্ঞা ঃ

"মন্ত্রণালয়" বলিতে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় অথবা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আদেশবলে নির্দেশিত অন্য কোন মন্ত্রণালয় বুঝাইবে ;

"পেট্রোবাংলা" বলিতে বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন বুঝাইবে।

"আবেদন" বলিতে গ্যাস সংযোগের আবেদন বুঝাইবে।

"জামানত বলিতে গ্যাস সংযোগের জন্য নিরাপত্তা জামানত প্রদান বুঝাইবে।

"কমিশনিং" বলিতে গ্যাস সংযোগ প্রদান পূর্বক গ্যাস সরবরাহ চালু করা বুঝাইবে।
"এমআইডি" বলিতে গ্যাস কোম্পানীর ভান্ডার হতে মালামাল প্রদান বুঝাইবে।
"রাস্তা কাটার অনুমতি" বলিতে রাস্তা কাটার অনুমতি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যেমন : BSCIC, BEPZA, পৌরসভা, সওজ, সিটি কর্পোরেশন, এলজিইডি, ইউনিয়ন পরিষদ এর নিকট হইতে রাস্তা খনন করিয়া গ্যাস লাইন নেওয়ার অনুমতি বুঝাইবে।
"বিক্রয় চুক্তি" বলিতে গ্রাহক ও কোম্পানীর মধ্যে সম্পাদিত গ্যাস বিক্রয় চুক্তি বুঝাইবে।
"ঠিকাদার" বলিতে গ্যাস কোম্পানীর তালিকাভূক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর ঠিকাদারকে বুঝাইবে।
"কোম্পানী" বলিতে গ্যাস বিপণন কোম্পানীসমূহকে বুঝাইবে (যেমন- বর্তমানে তিতাস, বাখরাবাদ, জালালাবাদ ও পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস)।
"গ্রাহক" বলিতে গ্যাস সরবরাহকারী ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে।
"চুক্তি বৎসর" অর্থ ১২ (বার) মাস সময়সীমা বুঝাইবে।
"বিলের মাস" বলিতে স্বাভাবিক মিটার রিডিং চক্র অনুযায়ী ২ (দুই)
বার মিটার রিডিং গ্রহণের মধ্যবর্তী সময়কে বুঝাইবে।
"দিন" বলিতে ২৪ ঘন্টা সময় বুঝাইবে।
"মেয়াদের শেষ তারিখ" বলিতে সরবরাহকালীন সর্বশেষ মিটার রিডিং গ্রহণের তারিখ বুঝাইবে।
"আঙ্গিনা" বলিতে গ্রাহকের যে জায়গায় গ্যাস সরবরাহ করা হইবে তাহাকে বুঝাইবে।
"সার্ভিস লাইন" বলিতে যে ফিডার পাইপ লাইন অথবা মূল গ্যাস সরবরাহ লাইনের সঙ্গে রেগুলেটিং ও মিটারিং ষ্টেশনের সংযোগ স্থাপনের জন্য ব্যবহার করা হইবে তাহাকে বুঝাইবে।
"ভাল্‌ভ্‌" বলিতে গ্রাহকের আঙ্গিনায় সার্ভিস লাইনে স্থাপিত গ্যাস নিয়ন্ত্রণমূলক ভাল্‌ভ্‌ বুঝাইবে।
"এজ বিল্ট ড্রইং" বলিতে গ্রাহকের আঙ্গিনায় গ্যাস সংযোগের জন্য স্থাপিত সার্ভিস লাইন, অভ্যন্তরীন লাইন এবং গ্যাস স্থাপনার ড্রইং বুঝাইবে।
"রেগুলেটিং ও মিটারিং ষ্টেশন" (আরএমএস) বলিতে গ্যাসের চাপ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহৃত গ্যাসের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য মিটার, রেগুলেটর, ভাল্‌ভ্‌, নির্গমন পথ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সম্মিলিতভাবে বুঝাইবে।
"ডেলিভারি পয়েন্ট" বলিতে যে পয়েন্ট হইতে গ্যাসের স্বত্ব এবং ঝুঁকি গ্রাহকের উপর বর্তাইবে অর্থাৎ আরএমএস এর নির্গমনদ্বারকে বুঝাইবে।
"সংযোজিত ঘন্টাপ্রতি লোড" বলিতে স্থাপিত প্রত্যেক গ্যাস স্থাপনা/বার্ণার এ ঘন্টাপ্রতি সর্বোচ্চ গ্যাস চাহিদা (ক্ষমতা) এর সমষ্টি বুঝাইবে।
"অতিরিক্ত বিল" বলিতে কোন নির্দিষ্ট সময়ের প্রকৃত আদায়যোগ্য বিল এবং পূর্বে প্রণীত/পরবর্তীতে প্রণীতব্য গ্যাস বিলের পার্থক্যকে বুঝাইবে।
"বহির্গমন চাপ" বলিতে আরএমএস- এ স্থাপিত রেগুলেটরের বহির্গমন চাপ বুঝাইবে।
"স্থায়ী বিচ্ছিন্ন" বলিতে সার্ভিস লাইন কিলিং পূর্বক উহা অপসারণসহ সম্পূর্ণ আরএমএস অপসারণের মাধ্যমে সংযোগ বিচ্ছিন্ন বুঝাইবে।
"গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী" বলিতে পেট্রোবাংলা এবং পেট্রোবাংলা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ও বিপণন কোম্পানীর বোর্ড কর্তৃক গৃহীত সকল শ্রেণীর গ্রাহকদের জন্য গ্যাস বিপণন নিয়মাবলীকে বুঝাইবে।

২.০। <u>গ্রাহক শ্রেণীর বিন্যাস, সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট :</u>

২.১। <u>শ্রেণী বিন্যাস :</u>

গ্যাস ব্যবহারের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বিভিন্ন গ্রাহক শ্রেণীর বিন্যাস করা হইল। বর্তমানে প্রচলিত গ্রাহক শ্রেণীসমূহের আওতায় কোন কোন ধরনের গ্যাস ব্যবহাকরী/প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভূক্ত হইবে সেই সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদানের নিমিত্তে নিম্ন উল্লেখিত মূল গ্রাহক শ্রেণীর আওতাভূক্ত গ্যাস ব্যবহারকারী/ প্রতিষ্ঠান সমূহের বিবরণী সম্বলিত
ছক পরিশিষ্ট-ক এ প্রদান করা হইয়াছে :

ক) গৃহস্থালী *
খ) বাণিজ্যিক
গ) শিল্প
ঘ) মৌসুমী
ঙ) ক্যাপটিভ পাওয়ার
চ) সিএনজি
ছ) চা-বাগান
জ) বিদ্যুৎ
ঝ) সার
ঞ) ভবিষ্যতে সৃষ্ট অন্য কোন গ্রাহক
* এই সকল শ্রেণীর গ্রাহকদের জন্য বিভিন্ন নিয়মাবলী প্রযোজ্য।

২.২। সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট ঃ

২.২.১। গৃহস্থালী গ্রাহক ঃ

বাসভবন হিসাবে ব্যবহৃত বাড়ি/ইমারাত, বিভিন্ন সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার ফ্যাট/কলোনীসমূহ এবং অব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পরিচালিত ছাত্রাবাস, ল্যাবরেটরীজ, কেন্টিন, হাসপাতাল, মেস, শিশুসদন, আশ্রম, মাজার, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি এই শ্রেণীভূক্ত হইবে (পরিশিষ্ট-ক)

২.২.২। বাণিজ্যিক গ্রাহক ঃ

ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং হস্তচালিত/অযান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এই শ্রেণীর আওতাভূক্ত হইবে (পরিশিষ্ট-ক)

২.২.৩। শিল্প গ্রাহক ঃ

বিসিক শিল্প নগরীতে অবস্থিত যান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ যান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত ইট, সিরামিক, রিফ্র্যাক্টরিজ, সেনিটারি, বৈদ্যুতিক দ্রব্যাদি ও অন্যান্য সামগ্রী উৎপাদনকারী, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং বৃহৎ আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ এই শ্রেণীভূক্ত হইবে (পরিশিষ্ট-ক)

২.২.৪। মৌসুমী গ্রাহক ঃ

যে সকল প্রতিষ্ঠানে বছরে বার মাস গ্যাস ব্যবহার না হইয়া মৌসুমী ভিত্তিতে (ছয় মাসের কম সময়) গ্যাস ব্যবহার হইয়া থাকে সেইগুলি এই শ্রেণীভূক্ত হইবে। মৌসুমী ইট-খোলা (অযান্ত্রিক উপায়ে চালিত) ও তামাক বিশুদ্ধকরণ কারখানা, চিনি, ফল ও ফলের রস প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি এই শ্রেণীর মুখ্য উদাহরণ (পরিশিষ্ট-ক)।

২.২.৫। ক্যাপটিভ গ্রাহক ঃ

যে সকল গ্রাহক (শ্রেণী নির্বিশেষে) নিজস্ব ব্যবহারের প্রয়োজনে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গ্যাস ব্যবহার করিবে (পরিশিষ্ট-ক)।

২.২.৬। সিএনজি গ্রাহক ঃ

যে সকল গ্রাহক প্রাকৃতিক গ্যাস-কে সংকোচন (Compress) করিয়া বিভিন্ন ধরনের যানবাহন /ব্যবহারকারীকে সরবরাহ করিবে তাহারা এই শ্রেণীভূক্ত হইবে (পরিশিষ্ট-ক)।

২.২.৭। চা-বাগান গ্রাহক

চা-পাতা বিশুষ্ককরণ, প্রক্রিয়াকরণ ও আনুষাঙ্গিক কাজে (বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জেনরেটর ব্যতীত) গ্যাস ব্যবহারকারী চা-বাগানসমূহ এই শ্রেণীভূক্ত হইবে (পরিশিষ্ট-ক)।

২.২.৮। বিদ্যুৎ গ্রাহক ঃ

সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে স্থাপিত প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারকারী বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ (পরিশিষ্ট-ক)।

২.২.৯। সার গ্রাহক ঃ

সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে সার উৎপাদনকারী কারখানাসমূহ যেখানে শুধুমাত্র ফিডষ্টক হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয় (পরিশিষ্ট-ক)।

২.২.১০। ভবিষ্যত সৃষ্ট অন্য কোন গ্রাহক ঃ

যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে নতুন কোন গ্রাহক শ্রেণী হইলে তাহাদিগকে এই নিয়মাবলীর অন্তর্ভূক্ত করা হইবে (পরিশিষ্ট-ক)।

৩.০। গ্যাস সংযোগ, বিভিন্ন প্রকার ফি/চার্জ, নিরাপত্তা জামানত ঃ

বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকের গ্যাস সংযোগের প্রক্রিয়া এবং গ্রাহক কর্তৃক কোম্পানীকে প্রদেয় বিভিন্ন প্রকার ফি, চার্জ, নিরাপত্তা জামানত ত্যিাদি নিম্ন উল্লেখিত হার অনুযায়ী নির্ধারণ করা হইবে। তবে এই সব হার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় পরিবর্তন ও পুনর্নির্ধারণ করা যাইবে এবং গ্রাহককে তা জানাইয়া দেওয়া হইবে।

৩.১। গ্যাস সংযোগ প্রক্রিয়া ঃ

বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদানের প্রক্রিয়াকাল এবং প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপসমূহ নিম্নরূপ হইবে

১.১। বাণিজ্যিক গ্রাহক ঃ

গ্যাস সংযোগ গ্রহণের জন্য আবেদনকারী নিজ উদ্যোগে নির্ধারিত ছকের আবেদনপত্র (নির্ধারিত ব্যাংক/ কোম্পানী অফিস/ফটোকপি/ওয়েবসাইট হইতে ডাউন লোড ইত্যাদি উপায়ে) সংগ্রহ করিবেন। আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করিয়া নিম্নে উল্লেখিত কাগজপত্র এবং আবেদনপত্রের ফি হিসাবে ২০০/- টাকার (সময় সময় পরিবর্তনযোগ্য) ক্রস চেক অথবা পে-অর্ডার জোন/আঞ্চলিক অফিস প্রধানের কার্যালয়ে জমা প্রদান করিতে হইবে। আবেদনপত্র জমা প্রদানের সময় গ্রাহক গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত নিয়মাবলীর কপি কোম্পানী কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে সংগ্রহ করিতে পারিবে।

(ক) আবেদনপত্রের সঙ্গে নিম্নেবর্ণিত দলিলদি জমা দিতে হবে ঃ

১। আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজের ২ (দুই) কপি সত্যায়িত ছবি।
২। ট্রেড লাইসেন্স।
৩। জায়গার মালিকানার প্রমাণপত্র (দলিল/হোল্ডিং নং/পরচা/খাজনার রশিদ (যে কোন একটি)।
৪। ভাড়াকৃত স্থান হইলে ভাড়ার চুক্তিপত্র (যাহাতে গ্যাস সংযোগ সম্পর্কিত এবং বিল প্রদান সম্পর্কিত এবং বিল প্রদান সম্পর্কিত বিয়ষ উল্লেখ থাকিবে। এক্ষেত্রে ছয় মাসের নিরাপত্তা জামানত প্রদান করিতে হইবে।
৫। প্রস্তাবিত অভ্যন্তরীণ পাইপ লাইনের ৪ (চার) কপি নক্সা।
৬। গ্যাস স্থাপনার কারিগরী ক্যাটালগ (বয়লার/ড্রায়ার/ওভেন ইত্যাদির ক্ষেত্রে)।
(স্থায়ীভাবে প্রস্তুতকৃত/সংযোজিত ও পুরাতন সরঞ্জামাদির কারিগরী ক্যাটালগ প্রদান করা সম্ভব না হইলে ড্রইংসহ বিস্তারিত বিবরণ দাখিল করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে কমিশনিং এর পর উক্ত সরঞ্জামাদির লোড পুনর্নিধারন করিতে হইবে।)

(খ) আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর নিম্নবর্ণিত ধাপসমূহ প্রতিপাদন করা হইবে ঃ

১। গ্রাহক গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের জন্য কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট জোন/আঞ্চলিক বিক্রয় কার্যালয়ে যোগাযোগ করিবে। অন্য কোন অফিসে যোগাযোগ করার কোন প্রয়োজন নেই।
২। গ্রাহক কর্তৃক আবেদন পত্র ও অন্যান্য কাগজ পত্র দাখিলের ৫ কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জোন/আঞ্চলিক বিক্রয় অফিস প্রদানের মনোনীত কর্মকর্তা কর্তৃক জরীপ/ সম্ভাব্যতা যাচাই করা হইবে।
৩। জরীপ/সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৪ দিনের মধ্যে গ্রাহককে গ্যাস সরবরাহের মঞ্জুরীপত্র প্রদান করা হইবে। গ্রাহক কর্তৃক মঞ্জুরীপত্র স্বাক্ষর করতঃ কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট কার্যালয়েজমা প্রদানের ৭ দিনের মধ্যে চাহিদাপত্র প্রদান করা হইবে। কোম্পানী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত চাহিদাপত্র সংযোগ ফি, নিরাপত্তা জামানত, আরএমএস পর্যন্ত সার্ভিস লাইনের ব্যয়, রেগুলেটর, আরএমএস সহ ইত্যাদির হিসাব থাকিবে।
৪। গ্যাস সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় নির্মাণ কার্যাদি সম্পাদনের জন্য ৪র্থ বা ৩য় শ্রেণীর তালিকাভূক্ত ঠিকাদার (১.১ বা ১.২ শ্রেণীর ঠিকাদার) প্রয়োজন হইবে। কোম্পানীর অনুমোদিত ঠিকাদারদের তালিকা সংশ্লিষ্ট জোন/আঞ্চলিক বিক্রয় অফিস হইতে সংগ্রহ করা যাইবে।
৫। চাহিদাপত্র অনুযায়ী অর্থ নির্ধারিত ব্যাংকে জমা প্রদান করিয়া তাহার রশিদ অফিসে জমা দেওয়ার পর গ্রাহকের নিযুক্ত ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত নক্সা ৫ কার্য দিবসের মধ্যে অনুমোদন এবং সেই অনুসারে ঠিকাদারের মাধ্যমে অভ্যন্তরীন লাইন নির্মাণ কার্যসমাপনী প্রতিবেদন জমাদানের পর সংশ্লিষ্ট জোন/আঞ্চলিক বিক্রয় অফিসের কর্মকর্তা কর্তৃক ৫ কার্য দিবসের মধ্যে অভ্যন্তরীণ লাইনের চাপ পরীক্ষা করা হইবে। উল্লেখ্য গ্রাহকের অভ্যন্তরীণ লাইন নির্মাণের প্রকৃত ব্যয় (মালামাল) নির্ধারণ পূর্বক সংশ্লিষ্ট জোন/আঞ্চলিক বিক্রয় অফিস হইতে গ্রাহককে লিখিতভাবে অবহিত করা হইবে।
৬। গ্রাহক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে রাস্তা কাঁটার অনুমতিপত্র ও সরকারী নির্দেশনা মোতাবেক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবেশগত ছাড়পত্র সংগ্রহ করিয়া জমা দিতে হইবে।
৭। চাহিদা মোতাবেক দলিলাদি জমা প্রদানের পর গ্রাহকের সহিত "গ্যাস বিক্রয়" চুক্তি সম্পাদন করা হইবে।
৮। কার্যসমাপণী প্রতিবেদন প্রাপ্তির ১৫ কার্য দিবসের মধ্যে অবশিষ্ট সকল প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট জোন/আঞ্চলিক অফিস কর্তৃক সম্পাদন করতঃ গ্যাস সরবরাহ চালু করা হইবে। সংযোগ চালুকালে গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ কার্ড ও মিটার কার্ড প্রদান করা হইবে যাহাতে কোম্পানীর কর্মকর্তা এবং গ্রাহকের স্বাক্ষর থাকিবে।

৩.১.২। শিল্প গ্রাহক ঃ

শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদানের নিমিত্তে প্রকিয়াকরণের ধাপগুলি ক্রমানুসারে নিম্নে প্রদত্ত হইল। তবে উল্লেখ্য, যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যবহৃত গ্যাসের অংশ বিশেষ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করিবে সেই সব শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রয়োজনীয় গ্যাস ব্যবহারের জন্য আলাদা পাইপ লাইন নির্মাণ ও মিটার স্থাপন করিতে হইবে।

(ক) গ্যাস সংযোগ গ্রহণের জন্য আবেদনকারী নিজ উদ্যোগে নির্ধারিত ছকের আবেদনপত্র (নির্ধারিত ব্যাংক/ কোম্পানী অফিস/ফটোকপি/ওয়েবসাইট হইতে ডাউন লোড ইত্যাদি উপায়ে) সংগ্রহ করিবেন। আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করিয়া নিম্নে উল্লেখিত কাগজপত্র এবং আবেদনপত্রের ফি হিসাবে ২০০/- টাকার (সময় সময় পরিবর্তনযোগ্য) ক্রস চেক অথবা পে-অর্ডার জোন/আঞ্চলিক অফিস প্রধানের কার্যালয়ে জমা প্রদান করিতে হইবে। আবেদনপত্র জমা প্রদানের সময় গ্রাহক গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত নিয়মাবলীর কপি কোম্পানী কর্ত"ক নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে সংগ্রহ করিতে পারিবে।

১। আবেদনকারীর পার্সপোর্ট সাইজের ২ (দুই) কপি সত্যায়িত ছবি।
২। ট্রেড লাইসেন্স।
৩। টিআইএন সনদপত্র।
৪। নিবন্ধকৃত কোম্পানী হইলে মেমোরেন্ডাম অফ আর্টিকেলস এন্ড এসোসিয়েশন এবংসার্টিফিকেট অব ইনকরপোরেশন।
৫। জমির মালিকানার প্রমাণপত্র (দলিল/হোল্ডিং নং/পরচা/খাজনার রশিদ (যে কোন একটি)।
৬। ভাড়াকৃত স্থান হইলে ভাড়ার চুক্তিপত্র (যাহাতে গ্যাস সংযোগ সম্পর্কিত এবং বিল প্রদান সম্পর্কিত এবং বিল প্রদান সম্পর্কিত বিষয় উল্লেখ থাকিবে। এক্ষেত্রে ছয় মাসের নিরাপত্তা জামানত প্রদান করিতে হইবে)।
৭। ফ্যাক্টরীর লে-আউট প্লান।
৮। প্রস্তাবিত গ্যাস পাইপ লাইনের নক্সা ৪ (চার) কপি।
৯। স্থাপিতব্য গ্যাস সরঞ্জামাদির কারিগরী ক্যাটালগ।
(স্থায়ীভাকে প্রস্তুতকৃত/সংযোজিত ও পুরাতন সরঞ্জামাদির কারিগরী ক্যাটালগ প্রদান করা সম্ভব না হইলে ড্রইংসহ বিস্তারিত বিবরণ দাখিল করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে কমিশনিং এর পর উক্ত সরঞ্জামাদির লোড পুনর্নিধারন করিতে হইবে।)

(খ) সংশ্লিষ্ট জোন/কার্যালয় প্রধান অথবা তাহার মনোনীত কর্মকর্তা কর্তৃক গ্রাহকের আবেদন পত্র প্রাপ্তির পরবর্তী ৫ কার্য দিবসের মধ্যে প্রস্তাবিত কারখানা সরেজমিনে পরিদর্শন, জরীপ ও সম্ভাব্যতা যাচাই করা। সম্ভাব্যতা যাচাইকালে জরীপকারী কর্মকর্তা কর্তৃক নিম্নেবর্ণিত বিষয়াদি নিশ্চিত করিতে হইবে ।

১। গ্রাহকের প্রস্তাবকৃত বার্নার/স্থাপনার পূর্ণ মতার ভিত্তিতে লোড যথাযথভাবে নিরূপণ।
২। প্রস্তাবিত আরএমএস কারখানার প্রধান ফটকের যে কোন পার্শ্বে ১০ মিটারের মধ্যে ও সীমানা প্রাচীরের অভ্যন্তরে অনধিক ২ (দুই) মিটারের মধ্যে অবস্থান এবং আরএমএস পর্যন্ত যাতায়াতের রাস্তা সুগম্য হওয়া নিশ্চিতকরণ।
৩। স্ট্যান্ডবাই গ্যাস স্থাপনার লোড সংযোজিত করিয়া কারখানার লোড নির্ধারণ করা।
৪। একই কারখানায় বয়লার, বিভিন্ন ধরনের ফার্নেস/কিল্ন-এর কোনটিতে গ্যাস এবং কোনটিতে ভিন্ন ব্যবহারে আগ্রহী গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ বিবেচনা না করা।
৫। একই মালিকানায়/ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের একই হোল্ডিং এর মধ্যে একাধিক কারখানা পাশাপাশি স্থাপনের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক আরএমএস নির্মাণ কিংবা একটি কেন্দ্রীয় আরএমএস এর আওতাধীন সাব-মিটার স্থাপনের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।
৬। একই কারখানায় ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে কোন গ্রাহক একাধিক রান/সাব-মিটারের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন গ্রাহক শ্রেণীর গ্যাস সংযোগ (যেমন-শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, গৃহস্থালী ইত্যাদি) প্রদানের ক্ষেত্রে একই গ্রাহকের সহিত প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য আলাদা আলাদা চুক্তিপত্র সম্পাদন ছাড়াও ১৫০/- টাকা নন্ জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে নোটারী পাবলিক কর্তৃক সত্যায়িত একটি অঙ্গীকারনামা গ্রহণ করিতে হইবে, যাহাতে উল্লেখ থাকিবে যে, গ্রাহকের যে কোন শ্রেণীর গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে চুক্তিপত্রের শর্তভঙ্গ/বিচ্যুতি/অনিয়ম পাওয়া গেলে উহার জন্য স্থাপিত সকল শ্রেণীর গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা যাইবে।

(গ) জরীপ/সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে গ্যাস সংযোগ প্রদানের নিমিত্ত লোডসহ প্রাসঙ্গিক বিষয় জরীপের পরবর্তী ২০ দিনের মধ্যে কোম্পানীর যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন প্রদান।
(ঘ) অনুমোদনের তালিকা প্রাপ্তির পরবর্তী ২ (দুই) কার্য দিবসের মধ্যে গ্রাহককে মঞ্জুরী পত্র প্রদান এবং গ্রাহক কর্তৃক উহাতে স্বাক্ষর করতঃ এক কপি জামাদান। প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পাদনের পর গ্রাহককে ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে নিরাপত্তা জামানত ও কমিশনিং ফি-এর চাহিদাপত্র প্রদান করা।
(ঙ) নিরাপত্তা জামানত জমাদানের রশিদ প্রাপ্তির পরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে নক্সা অনুমোদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধিত নক্সা প্রাপ্তি সাপেক্ষে) পূর্বক গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ প্রদানের নিমিত্ত বিতরণ ও সার্ভিস লাইনের মালামালের চাহিদা ও প্রাক্কলন প্রস্তুত করিয়া সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখা কর্তৃক গ্রাহককে চাহিদাপত্র প্রদান।
(চ) মালামালের মূল্য পরিশোধ করার পর সংশ্লিষ্ট জোন/আঞ্চলিক বিক্রয় অফিস হইতে গ্রাহককে ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে ভান্ডার হইতে মালামাল প্রদান করা।
(ছ) গ্রাহক এবং তাহার নিয়োজিত ঠিকাদারের নিকট হইতে যৌথ স্বারিত কার্যসূচী এবং ভান্ডার হইতে মালামাল উত্তোলনের কাগজপত্র গ্রহণ করিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধির তত্ত্বাবধানে সার্ভিস লাইন, ভাল্ভ্-পিট, অভ্যন্তরীণ লাইন নির্মাণের কাজ করিতে হইবে। অভ্যন্তরীণ লাইন পর্যাপ্ত সাপোর্টসহ দেওয়ালে বা মাটির উপর এমনভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যেন উহা নিরাপদ ও সহজে দৃশ্যমান হয়।
(জ) ঠিকাদার কর্তৃক কার্যসমাপনী প্রতিবেদন দাখিলের পরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে কোম্পানীর কর্মকর্তার উপস্থিতিতে পার্জিং ও টেষ্টিং এর কাজ সম্পন্ন করা।
গ্রাহকের নিয়োজিত ২য় বা ১ম শ্রেণীর তালিকাভূক্ত ঠিকাদার (১.২ বা ১.৩ ক্যাটাগরী) কর্তৃক "এজ বিল্ট ড্রয়িং (As built drawing) প্রস্তুত করিয়া জমা প্রদান করা। উল্লেখ্য এজবিল্ট ড্রইং জমা দেওয়ার পূর্বে

গ্রাহক কর্তৃক কোম্পানীর নির্ধারীত ডিজাইন অনুযায়ী কিছু অংশে চেইন লিংক ফেন্সিং সহযোগে বা বাহির হইতে দেখা যায় এইরূপ ব্যবস্থা সম্বলিত আরএমএস কক্ষ নির্মাণ করিতে হইবে।

(ঞ) প্রচলিত আইন/বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা।
(ট) গ্রাহকের সহিত "গ্যাস বিক্রয় চুক্তির" সম্পাদন করা।
(ঠ) গ্রাহক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর্ত"পরে নিকট হইতে রাস্তা কাটার অনুমতিপত্র সংগ্রহ করিয়া সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে জমা প্রদান।
(ড) প্রয়োজনীয় নির্মাণ কার্য সম্পাদন, চুক্তিপত্র স্বার এবং রাস্তা কাটার অনুমতিপত্র জমা প্রদান পর ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আরএমএস স্থাপনের দিনই গ্যাস সরবরাহ চালু করা।

পূর্বোল্লেখিত নিয়মাবলী অনুসরণ করিয়া গ্যাস সংযোগ প্রক্রিয়াকালে গ্রাহকের/ঠিকাদারের তরফ হইতে করণীয় বিষয়াদি সময়মত প্রতিপালন করা হইলে বাণিজ্যিক ও শিল্প গ্রাহককে যথাক্রমে সর্বোচ্চ আড়াই মাস ও তিন মাসের মধ্যে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা যাইতে পারে।

৩.১.৩। মৌসুমী গ্রাহক ঃ

মৌসুমী শ্রেনীর গ্রাহকদের (যেমন ঃ ইটখোলা, চিনি, তামাক ইত্যাদি) জন্য শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকদের ন্যায় সংযোগ নিয়মাবলী প্রযোজ্য হইবে।

৩.১.৪। ক্যাপটিভ পাওয়ার গ্রাহক ঃ

এই শ্রেণীর গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদান নিয়মাবলী শিল্পের ন্যায় অনুসরণ করা হইবে।

৩.১.৫। সিএনজি গ্রাহক ঃ

এই শ্রেণীর গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদান পদ্ধতি শিল্পের ন্যায় অনুসরণ করা হইবে।

৩.১.৬। চা-বাগান গ্রাহক ঃ

এই শ্রেণীর গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদান নিয়মাবলী শিল্পের ন্যায় অনুসরণ করা হইবে।

৩.২। সম্মতি পত্র ঃ

যদি কোন প্রতিষ্ঠান গ্যাস সংযোগ প্রদানের নিমিত্তে সম্মতিপত্রের জন্য আবেদন করে, সেই ক্ষেত্রে কোন প্রকার ফি আদায় ব্যতিরেকে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াদি সম্পন্ন করতঃ ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে সম্মতি/অসম্মতিপত্র প্রদান করা হইবে।

৩.৩। গ্যাস সংযোগ ফি ঃ

নিম্নে বর্ণিত ফি/চার্জ আদায় সাপেক্ষে বাণিজ্যিক শ্রেণীর সকল গ্রাহককে ২০ মিঃ মিঃ ব্যাসের ৩ মিটার দীর্ঘ পাইপ লাইন, ২০ মিঃ মিঃ ব্যাসের লকউইং কক, ২০ মিঃ মিঃ ব্যাসের সার্ভিসটি, পাইপ র‍্যাপিং ও কোটিং সামগ্রী এবং রেগুলেটর সরবরাহ করতঃ কোম্পানী বা কোম্পানীর নিযুক্ত ঠিকাদারের মাধ্যমে সার্ভিস লাইন নির্মাণ করা হইবে। উক্ত মালামাল ছাড়াও সার্ভিস লাইন নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত পাইপ এবং/বা অন্য কোন মালামাল প্রয়োজন হইলে সে ক্ষেত্রে উহার জন্য প্রযোজ্য হারে মূল্যসহ প্রকৃত নির্মাণ ব্যয় গ্রাহক নিজে বহন করিবেন।

যে কোন শ্রেণীভূক্ত গ্রাহকের বিতরণ লাইন নির্মাণ এবং শিল্প, মৌসুমী ও চা শিল্প গ্রাহকদের ক্ষেত্রে সার্ভিস লাইন নির্মাণের প্রয়োজনীয় মালামালের ক্রয়কৃত মূল্যের সহিত ১০% ওভারহেড খরচ আদায় পূর্বক গ্রাহককে কোম্পানী হইতে মালামাল সরবরাহ করা হইবে। বাণিজ্যিক গ্রাহক কর্তৃক প্রযোজ্য হারে ফি/চার্জ জমাদান সাপেক্ষে কোম্পানী বা তাহার নিযুক্ত ৪র্থ বা ৩য় শ্রেণীর ঠিকাদারের মাধ্যমে কোম্পানী হইতে ক্রয়কৃত মালামাল দ্বারা বিতরণ লাইন নির্মাণ করা যাইবে। শিল্প, মৌসুমী, চা বাগান এবং ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণীর গ্রাহক কর্তৃক ২য় বা ১ম শ্রেণীর ঠিকাদার নিয়োগ করতঃ তাহার মাধ্যমে কোম্পানী হইতে দ্বারা বিতরণ এবং সার্ভিস লাইন নির্মাণ করিত হইবে। সার্ভিস লাইন নির্মাণের জন্য আদায়যোগ্য ফি/চার্জ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

বাণিজ্যিক	ঃ	৩০০০.০০ টাকা (২০ ব্যাসের ৩ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত)। সার্ভিস লাইনের দৈর্ঘ্য ৩ মিটার এর বেশী হইলে অতিরিক্ত খরচ গ্রাহক নিজে বহন করিবেন (সময় সময় পরিবর্তন যোগ্য)।
শিল্প	ঃ	সার্ভিস লাইনের মালামালের ক্রয়কৃত মূল্যের উপর ১০% ওভারহেড খরচসহ প্রকৃত ব্যয়+ ঠিকাদারের খরচ।
মৌসুমী গ্রাহক	ঃ	শিল্পের অনুরূপ।
ক্যাপটিভ পাওয়ার	ঃ	শিল্পের অনুরূপ।
সিএনজি	ঃ	শিল্পের অনুরূপ।
চা বাগান	ঃ	শিল্পের অনুরূপ।

৩.৪। প্রক্রিয়াকরণ অবস্থায় সংযোগ গ্রহণ করা না হইলে সার্ভিস চার্জ ঃ

বাণিজ্যিক	ঃ	সংযোগ ফি বাবদ গ্রাহকের জমাকৃত অর্থ ফেরত প্রদান করা হইবে না।
শিল্প (ঘন্টাপ্রতি লোড ৪০০০ ঘঃ ফুট এর নিম্নে)	ঃ	নিরাপত্তা জামানত হিসাবে গ্রাহকের জমাকৃত অর্থ হইতে ৩,০০০.০০ টাকা কর্তন করা হইবে।
শিল্প (ঘন্টাপ্রতি লোড ৪০০০ ঘঃ ফুট এর তদুর্ধে)	ঃ	নিরাপত্তা জামানত হিসাবে গ্রাহকের জমাকৃত অর্থ হইতে ৫,০০০.০০ টাকা কর্তন করা হইবে।
ক্যাপটিভ পাওয়ার	ঃ	শিল্পের অনুরূপ।
মৌসুমী	ঃ	শিল্পের অনুরূপ।
সিএনজি	ঃ	শিল্পের অনুরূপ।
চা বাগান	ঃ	শিল্পের অনুরূপ।

৩.৪। পক্রিয়াকরণ অবস্থায় সংযোগ গ্রহণ করা না হইলে সার্ভিস চার্জ ঃ

মৌসুমী ইটখোলা ব্যতীত সকল শ্রেণীর মিটারযুক্ত গ্রাহকদের বেলায় সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের চালনাধাঁচ অনুযায়ী মাসিক গ্যাস লোড নির্ধারণ করিয়া সেই ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের এবং মৌসুমী ইটখোলার বেলায় ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) মাসের প্রত্যাশিত বিলের সমপরিমাণ অর্থ নিরাপত্তা জামানত হিসাবে জমা দিতে হইবে। বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকদের নিরাপত্তা জামানতের পরিমাণ ও জামাদানের পন্থা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

৩.৫.১। বাণিজ্যিক ঃ

সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের জন্য প্রযোজ্য চালনাধাঁচ অনুযায়ী মাসিক অনুমোদিত লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের সমপরিমাণ বিল নিম্নোক্ত সূত্র অনুযায়ী হিসাব করিয়া সমুদয় অর্থ নগদ (পে-অর্ডার/ডিডি আকারে) জমা দিতে হইবে। গ্যাসের ট্যারিফ একবার বা একাধিকবারে Cummulative (ক্রমপুঞ্জিত) ১০ % বা অধিক বৃদ্ধি পাইলে তৎপ্রেক্ষিতে যে তারিখ হইতে বৃদ্ধি পাইবে সেই তারিখের পরবর্তী ৪৫ দিনের মধ্যে নতুন হারে জামানত পুনঃ নির্ধারণ করতঃ উহার চাহিদা পত্র গ্রাহকের নিকট সরবরাহ করা হইবে এবং তাহা পরবর্তী সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ ২ (দুই) কিস্তিতে আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।
মাসিক অনুমোদিত লোড (SCM)= ঘন্টাপ্রতি লোড (SCFH)/ ৩৫.৩১৪৭ ? দৈনিক কর্মঘন্টা ? মাসিক কার্যদিবস ? ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর।

এখানে SCM বলিতে কিউবিক মিটার এবং SCFH বলিতে ষ্ট্যান্ডার্ড কিউবিক ফিট/ঘন্টা বুঝাইবে।

নিরাপত্তা জামান (টাকা) = মাসিক অনুমোদিত লোড ? গ্যাস ট্যারিফ রেইট (টাকা/ঘনমিটাব) x ৩ মাস (ভাড়াকৃত স্থানে হইলে ৬ মাস)।

৩.৫.২। শিল্প ঃ

সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের জন্য প্রযোজ্য চালনাধাঁচ অনুযায়ী মাসিক অনুমোদিত লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের সমপরিমাণ বিল নিম্নোক্ত সূত্র অনুযায়ী হিসাব করিয়া মোট নিরাপত্তা জামানের পরিমাণ পাওয়া যাবে। উক্ত জামানতের এক-তৃতীয়াংশ নগদ (ডিডি/পে-অর্ডারের মাধ্যমে) ও বাকী দুই-তৃতীয়াংশ তফশিলী ব্যাংক কর্তৃক ইস্যূকৃত ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য গ্রহনযোগ্য ব্যাংক গ্যারান্টি অথবা লিয়েনে FDR/ সঞ্চয়পত্র/সেভিংস সার্টিফিকেট/অন্য কোন প্রকার গ্রহণযোগ্য বন্ড এর মাধ্যমে জমা দেওয়া হইবে। পুরাতন গ্রাহকদের বা একাধিকবারে Cummulative (ক্রমপুঞ্জত) ১০ % বা অধিক বৃদ্ধি পাইলে তৎপ্রেতি যে তারিখ হইতে বৃদ্ধি পাইবে সেই তারিখের পরবর্তী ৪৫ দিনের মধ্যে নতুন হারে জামানত পুনঃ নির্ধারণ করতঃ উহার চাহিদা পত্র গ্রাহকের নিকট সরবরাহ করা হইবে এবং তাহা পরবর্তী সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ ২ (দুই) কিস্তিতে আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।
মাসিক অনুমোদিত লোড (SCM)= ঘন্টাপ্রতি লোড (SCFH)/ ৩৫.৩১৪৭ x দৈনিক কর্মঘন্টা x মাসিক কার্যদিবস x ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর।
এখানে SCM বলিতে ষ্ট্যান্ডার্ড কিউবিক মিটার এবং SCFH বলিতে ষ্ট্যান্ডার্ড কিউবিক ফিট/ঘন্টা বুঝাইবে।
নিরাপত্তা জামানত (টাকা) = মাসিক অনুমোদিত লোড ? গ্যাস ট্যারিফ রেইট (টাকা/ঘনমিটার) x ৩ মাস (ভাড়াকৃত স্থানে হইলে ৬ মাস)।

ইটখোলা ব্যতীত অন্যান্য গ্রাহকের জন্য প্রযোজ্য চালনধাঁচ অনুসারে মাসিক অনুমোদিত লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের এবং ইটখোলার জন্য ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) মাসের সমপরিমাণ বিল নিম্নোক্ত সূত্র অনুযায়ী হিসাব করিয়া মোট

নিরাপত্তা জামানতের পরিমাণ নির্ধারণ করা হইবে। যাহার ৫০% নগদে (ডিভি/পে-অর্ডারের) ও ৫০% তফশিলী ব্যাংকের ব্যাংক গ্যারান্টি অথবা লিয়নে FDR/ সেভিংস সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে জমা দেওয়া যাইবে। পুরাতন গ্রাহকদের ক্ষেত্রে মেয়াদ পুরনার্থে এই সুযোগ প্রযোজ্য হইবে। গ্যাসের ট্যারিফ একবার বা একাধিকবারে Cummulative (ক্রমপুঞ্জিত) ১০ % বা অধিক বৃদ্ধি পাইলে অতিরিক্ত জামানত আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে, নতুবা নহে।

মাসিক অনুমোদিত লোড (SCM)= ঘন্টাপ্রতি লোড (SCFH)/ ৩৫.৩১৪৭ x দৈনিক কর্মঘন্টা x মাসিক কার্যদিবস x ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর।

এখানে SCM বলিতে কিউবিক মিটার এবং SCFH বলিতে ষ্ট্যান্ডার্ড কিউবিক ফিট/ঘন্টা বুঝাইবে।

নিরাপত্তা জামানত (টাকা) = মাসিক অনুমোদিত লোড x গ্যাস ট্যারিফ রেইট (টাকা/ঘনমিটার) x ৩ মাস (ইটখোলার জন্য ৫ মাস)।

৩.৫.৪। ক্যাপটিভ পাওয়ার ঃ শিল্পের অনুরূপ।

৩.৫.৫। সিএনজি ঃ শিল্পের অনুরূপ।

৩.৫.৬। চা বাগান ঃ শিল্পের অনুরূপ।

৩.৬। গ্যাস লাইন কমিশনিং ফি ঃ

গ্রাহকের গ্যাস সংযোগের জন্য রেগুলেটর, মিটার ইত্যাদি স্থাপনের পর বার্নার চালু করিয়া গ্যাস সরবরাহের জন্য নিম্ন বর্ণিত হারে কমিশনিং ফি পরিশোধ করিতে হইবে ঃ

বাণিজ্যিক	ঃ	৫০০/- টাকা।
শিল্প (ঘন্টাপ্রতি লোড ৪০০০ ঘঃ ফুট এর নিম্নে)	ঃ	৩,০০০/- টাকা।
শিল্প (ঘন্টাপ্রতি লোড ৪০০০ ঘঃ ফুট এর তদুর্ধে)	ঃ	৫,০০০/- টাকা।
মৌসুমী	ঃ	শিল্পের অনুরূপ।
ক্যাপটিভ পাওয়ার	ঃ	শিল্পের অনুরূপ।
সিএনজি	ঃ	শিল্পের অনুরূপ।
চা বাগান	ঃ	শিল্পের অনুরূপ।

৪.০। গ্যাস স্থাপনা/সরঞ্জামের লোড এবং বর্হিগমন চাপ নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ ঃ

সঠিকভাবে আরএমএস ডিজাইন, ন্যূনতম গ্যাস বিল ও জামানতের পরিমাণ নির্ধারণের লক্ষ্যে যে কোন শ্রেণীভূক্ত গ্রাহকের প্রস্তাবিত/স্থাপিত গ্যাস স্থাপনার সর্বোচ্চ উৎপাদন মতার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ঘন্টাপ্রতি লোড নির্ধারণ করিতে হইবে। যে সকল গ্যাস স্থাপনা বিদেশ হইতে আমদানী করা হয় সে সকল স্থাপনার ক্যাটালগ যথাযথ ভাবে পরীক্ষা পূর্বক উহার ভিত্তিতে এবং দেশীয় প্রযুক্তিতে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন ধরনের ফার্নেস/কিলন প্রভৃতি স্থাপনার আকার/আয়তনের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা হিসাব করতঃ তদনুযায়ী ঘন্টা প্রতি লোড নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ করিতে হইবে। নিম্নে বর্ণিত গ্যাস স্থাপনার ক্ষেত্রে সারনীতে প্রদর্শিত পদ্ধতি মোতাবেক ঘন্টা প্রতি লোড এবং বহির্গমন চাপ নির্ধারণ করিতে হইবে।

৪.১। স্থাপনার ভূমির ত্রেফলের উপর ভিত্তি করিয়া ঘন্টাপ্রতি লোড ও বহির্গমন চাপ নির্ধারণ ঃ

ক্রমিক নং	কারখানার ধরন	গ্যাস স্থাপনার ধরণ	প্রতি বর্গফুট অভ্যন্তরীণ ভূমির ক্ষেত্রের জন্য ন্যূনতম লোড	বহির্গমন চাপ (Psig)
১।	রি-রোলিং মিল	ক) পুশার ফার্নেস খ) ব্যাচ ফার্নেস গ) গ্যাস কাটার	২০/২৫*SCFH ২৫/৩০** SCFH ন্যূনতম ২০০ SCFH	১৫
২।	সিলিকেট কারখানা	ক) আয়তকার ফার্নেস খ) বয়লার	৩০ SCFH (ন্যূনতম ৩,৫০০ SCFH) বয়লার লোড নির্ধারণের পদ্ধতি অনুযায়ী (৪.৪)।	১৫
৩।	কাঁচ কারখানা (ভগ্নকাঁচ গলাইয়া কাঁচের সামগ্রী তৈরীর ক্ষেত্রে)	ক) ট্যাংক ফার্নেস ক.১) অভ্যন্তরীণ ত্রেফল ১০-৭৫ বর্গফুট ক.২)অভ্যন্তরীণ ত্রেফল ৮৩-১০০ বর্গফুট ক.৩) অভ্যন্তরীণ ত্রেফল ১১২-১৫০ বর্গফুট ক.৪) অভ্যন্তরীণ ত্রেফল ১৭০-২০০ বর্গফুট খ) লোহার ভাট্টি গ) রোশা ভাট্টি ঘ) বেলন ভাট্টি ঙ) কুলিম্যান (৬টি কুলিম্যানের জন্য সার্বণিকভাবে একটি লোড করিতে হইবে)	৫৫ SCFH ৫০ SCFH ৪৫ SCFH ৪০ SCFH ন্যূনতম ৬০০ SCFH ন্যূনতম ১,০০০ SCFH ন্যূনতম ২০০ SCFH ন্যূনতম ২০০ SCFH	১৫
৪।	বিস্কুট কারখানা	ক) তন্দুর খ) ওভেন	২ SCFH (ন্যূনতম ২০০ SCFH) ন্যূনতম ৭৫ SCFH	৩

বিঃ দ্রঃ *পুশার ফার্নেস ঃ অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রফল ২৭৫ বর্গফুট বা উহার উর্দ্ধে এবং ১৮৫ বর্গফুট বা ইহার নীচে হইলে প্রতি বর্গফুট ক্ষেত্রের জন্য যথাক্রমে ২০ এবং ২৫ SCFH অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রফল ১৮৪ বর্গফুট হইতে ২৭৪ বর্গফুট পর্যন্ত ৪,৭০০ SCFH।

** ব্যাচ ফার্নেস ঃ অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রফল ১৬০ বর্গফুট বা উহার উর্দ্ধে এবং ১১৫ বর্গফুট বা ইহার নীচে হইলে প্রতি বর্গফুট ক্ষেত্রের জন্য যথাক্রমে ২৫ এবং ৩০ SCFH। অভ্যন্তরীণ ত্রেফল ১১৬ বর্গফুট হইতে ১৫৯ বর্গফুট পর্যন্ত ৩,৫০০ SCFH

ক্রমিক নং	কারখানার ধরণ	গ্যাস স্থাপনার ধরণ	প্রতি ঘনফুট অভ্যন্তরীণ আয়তনেরজন্য ন্যূনতম লোড (SCFH)	স্থাপনা ভিত্তিক চাপ (SCFH)	বহির্গমন চাপ (Psig)
১।	চুন কারখানা	ফার্নেস	২	১,৫০০	১৫
২।	ডাইং এবং প্রিন্টিং কারখানা	ক) ষ্ট্যান্টার মেশিন (প্রতি চেম্বার) খ) জিগার গ) পানির গরম পাত্র ঘ) ষ্টীম পাত্র ঙ) প্রিন্টিং টেবিল (প্রতি ১০ ফুট)	প্রযোজ্য নহে প্রযোজ্য নহে ৪ ৭ প্রযোজ্য নহে	৩০০ ১৫০ ১০০ ৭৫ ২৫	৫-১৫
৩।	হিটট্রিটমেন্ট ও গ্যালভা-নাইজিং	ষ্টীল এ্যানেলিং ফার্নেস খ) গ্যালভানাইজিং ফার্নেস গ) এ্যালুমিনিয়াম তাপাই ভাট্টি	২৫ প্রযোজ্য নহে	১,০০০ ৩০০ ৮০০	১০-১৫
৪।	লবন কারখানা	আয়তাকার ট্যাংক হিটিং	১০	৩০০	১০

৪.৩। গ্যাস স্থাপনার ধারণ মতার ভিত্তিতে ঘন্টাপ্রতি লোড ও বহির্গমন চাপ নির্ধারণ ঃ

ফার্নেসের ধরন	ফার্নেসের নেট ধারণমতা (ব্যাস ২ x উচ্চতা অ*) কেজি)	ন্যূনতম ঘন্টাপ্রতি লোড (SCFH)			বহির্গমন চাপ (Psig)
		এ্যালমিনিয়াম	কাষ্ট আয়রন	পিতল	
ক্রুসিবল	৩০১-৪০০	১,১০০	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	১৫-১৩
	২৫১-৩০০	৯০০	ঐ	ঐ	
	২০১-২৫০	৮০০	১,৬০০	৮০০	
	১৫১-২০০	৭০০	১,৪০০	৭০০	
	১৪১-১৫০	৬৫০	১,২০০	৬৫০	
	১৩১-১৪০	৬৫০	১,০০০	৬৫০	
	১০১-১৩০	৬০০	৮৫০	৬০০	
	৭১-১০০	৬০০	৭৫০	৬০০	
	৫১-৭০	প্রযোজ্য নহে	৬৫০	৫৫০	
	৪১-৫০	ঐ	৫০০	৫০০	
	৩১-৪০	ঐ	৫০০	৪৫০	
	২১-৩০	ঐ	প্রযোজ্য নহে	৪০০	

* A এর মান এ্যালুমিনিয়াম, কাষ্ট আয়রণ ও পিতলের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৩৯, ১৪ ও ১২.২২। ব্যাস ও উচ্চতা-এর একক ইঞ্চিতে প্রকাশিত।

৪.৪। বয়লারের ঘন্টাপ্রতি লোড ও নির্ধারণ ঃ

৫ (পাঁচ) বৎসরের অধিক কাল যাবৎ ব্যবহৃত বয়লারের প্রতি বর্গফুট হিটিং সারফেসের জন্য ন্যূনতম ১২ (বার) SCFH এবং নতুন বয়লারের ক্ষেত্রে ক্যাটালগের ভিত্তিতে ঘন্টাপ্রতি লোড নির্ধারণ করা হইবে। নতুন বয়লারের ক্যাটালগ পাওয়া না গেলে সেই ক্ষেত্রে প্রতি কেজি সমতুল্য বাষ্প মতার জন্য ৩ (তিন) SCFH এর ভিত্তিতে ঘন্টাপ্রতি লোড নির্ধারণ করা হইবে।

বিঃ দ্রঃ রি-রোলিং, সিলিকিট, কাঁচ, চুন, সিরামিক এবং এ্যানেলিং ফার্নেসের ঘন্টাপ্রতি লোড ১০০ এর এবং লবণ কারখানার ঘন্টাপ্রতি লোড ৫০ এর গুণিতক হিসাবে নির্ধারণ করা হইবে।

৪.৫। চালানা ধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক (ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর) নির্ধারণ ঃ

বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহক কর্তৃক যে উদ্দেশ্য গ্যাস ব্যবহার করা হয় তাহার ধরন/পদ্ধিয়া এর উপর ভিত্তি করিয়া সংশ্লিষ্ট শ্রেণী/উপশ্রেণীর আওতাভূক্ত গ্রাহকদের মাসিক লোড নির্ধারণ, নিরাপত্তা জামানতের হিসাব ও মাসিক ন্যূনতম দেয় নিরূপণের ক্ষেত্রে চালনা ধাঁচ ও ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন রহিয়াছে।

৪.৫.১। বাণিজ্যিক ঃ বাণিজ্যিক শ্রেণীর/উপশ্রেণীর আওতাভূক্ত গ্রাহকদের গ্রাস ব্যবহারের প্রকৃতি ও প্রক্রিয়া অনুযায়ী চালনা ধাঁচ ন্যূনতম ৮ ঘন্টা/দিন বা ন্যূনতম ১২ ঘন্টা/দিন বা ন্যূনতম ১৬ ঘন্টা/দিন বা ন্যূনতম ২৪ ঘন্টা/দিন ও ন্যূনতম ২৬ দিন/মাস বা ৩০ দিন/মাস এবং বিচ্যুতি গুণনীয়ক ০.৮৫/০.৯০ ধরা হইবে (পরিশিষ্ট-খ)।

৪.৫.২। শিল্প ঃ এই শ্রেণীর/উপশ্রেণীর আওতাভূক্ত গ্রাহকদের গ্রাস ব্যবহারের প্রকৃত ধরন/প্রক্রিয়ার আলোকে চালনা ধাঁচ ন্যূনতম ১২ ঘন্টা/দিন বা ন্যূনতম ১৬ ঘন্টা/দিন বা ২৪ ঘন্টা/দিন ও ন্যূনতম ২১ দিন/মাস বা ন্যূনতম ২৬ দিন/মাস বা ৩০ দিন/মাস এবং বিচ্যুতি গুণনীয়ক ০.৮৫/০.৯০ ধরা হইবে (পরিশিষ্ট-খ)।

৪.৫.৩। মৌসুমী ঃ শিল্পের অনুরূপ।

৪.৫.৪। ক্যাপটিভ পাওয়ার ঃ শিল্পের অনুরূপ।

৪.৫.৫। সিএনজি ঃ শিল্পের অনুরূপ।

৪.৫.৬। চা বাগান ঃ শিল্পের অনুরূপ।

৫.০। মিটার রিডিং গ্রহণ, বিল প্রস্তুতকরণ ও প্রেরণ ঃ

৫.১। মিটার রিডিং গ্রহণ ঃ

বাণিজ্যিক, শিল্প, মৌসুমী গ্রাহক এবং চা বাগান শ্রেণীর সকল গ্রাহকের মিটার রিডিং প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার মাসের ২৫ তারিখ হইতে পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তাদের মাধ্যমে গ্রহণ করাবাধ্যতামূলক হইবে। লোড ইনটেন্সিড গ্রাহক যেমন কাঁচ, সিরামিক, রি-রোলিং, সি ন এবং এতদ্ব্যতীত অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান যাহাদের ঘন্টা প্রতি লোড ৪,০০০ ঘনফুট বা উহার অধিক তাহাদের ক্ষেত্রে প্রতিদুই সপ্তাহে অন্ততঃ ১ বার মিটার রিডিং, চাপ, প্রবাহ হার, সীলের অবস্থা প্রভৃতি তথ্য সংগ্রহ/পরীক্ষা করিতে হইবে এবং গ্রাহকের স্বাক্ষর নিতে হইবে।

৫.২। বিল প্রস্তুত করণ ঃ

বিল প্রণয়নের জন্য কোম্পানীর মিটার রিডিং গ্রহণকারী শাখা কর্তৃক বিল প্রণয়নকারী শাখা/বিভাগে মিটার রিডিং পরবর্তী মাসে ৮ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করিবে। বিল প্রণয়নকারী শাখা/বিভাগ কর্তৃক রিডিং সাইকেল অনুযায়ী সংগৃহীত মিটার রিডিং এর ব্যবধানকে চাপ শুদ্ধি গুণনীয়ক দ্বারা গুণ করিয়া আদর্শ আয়তন হিসাবে গ্যাস ব্যবহার নিরূপণ করতঃ যদি গ্যাস ব্যবহার উক্ত সময়ের মাসিক ন্যূনতম নিশ্চয়কৃত লোডের তুলনায় বেশী হয় তবে প্রাপ্ত ব্যবহার অন্যথায় নিশ্চয়কৃত ন্যূনতম লোডকে গ্যাসের ট্যারিফ রেইট দ্বারা গুণ করিয়া গ্যাস বিল প্রণয়ন করা হইবে। চাপ শুদ্ধি গুণক নিম্নোক্ত রাশিমালার মাধ্যমে বাহির করা হইবে ঃ

$$\text{চাপ শুদ্ধিগুণক} = \frac{\text{পিএসআইজি এককে গ্যাস সরবরাহ চাপ} + ১৪.৭৩}{১৪.৭৩}$$

শিল্প গ্রাহকের জন্য উন্নততর কম্পিউটারাইজড মিটারিং ব্যবস্থায় চাপ, তাপমাত্রা এবং কমপ্রেসিবিলিটি ফ্যাক্টর নির্ণয়ের সুযোগ থাকিলে সেই সকল ক্ষেত্রে উক্ত ফ্যাক্টরসমূহ ব্যবহার করতঃ আদর্শ অবস্থায় গ্যাস ব্যবহার পরিমাপ করিয়া বিল প্রণয়নের ব্যবস্থা করা হইবে।

৫.৩। বিল প্রেরণ ঃ

প্রতিমাসের বিল পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে গ্রাহকের নিকট প্রেরণ করা হইবে। কোন কারণে গ্রাহক সময়মত বিল না পাইলে কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট দপ্তর হইতে ডুপ্লিকেট বিল সংগ্রহ করিতে পারিবে।

৫.৪। আরএমএস/সিএমএস ভাড়া নির্ধারণ ঃ

কোম্পানী কর্তৃক গ্রাহককে আরএমএস/সিএমএস সরবরাহ করা হইবে এবং আরএমএস/সিএমএস এর মালিকানা কোম্পানীর থাকিবে। গ্রাহককে আরএমএস/সিএমএস এর ভাড়া গ্যাস সরবরাহকালীন সময়ে দিতে হইবে এবং উক্ত ভাড়া নিম্নরূপ ভাবে নির্ধারণ করা হইবে। ঃ

আরএমএস/সিএমএস এর ক্রয়কৃত মূল্যের সহিত ৮% হারে ওভারহেড যোগ করিলে যে অংক দাড়াইবে তাহাকে ১২০ দ্বারা ভাগ করিয়া মাসিক আরএমএস/সিএমএস ভাড়া নির্ধারণ করা হইবে। প্রতিমাসের গ্যাস বিলের সহিত উক্ত ভাড়া গ্রাহককে প্ররিশোধ করিতে হইবে। লোড হ্রাস/বৃদ্ধি কিংবা মেয়াদ উত্তীর্ণ (১০ বছর) জনিতকারণে আরএমএস/সিএমএস সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক প্রতিস্থাপন করা হইলে, আরএমএস/সিএমএস এর মাসিক ভাড়া আগের নিয়মে পুনঃনির্ধারণ করা হইবে।

কোম্পানী নিজ ব্যয়ে প্রতি ৬ মাস অন্তর আরএমএস/সিএমএস রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

৫.৫। রাজস্ব আদায় ঃ

কোম্পানীর গ্রাহকের সহিত স্বারিত চুক্তিপত্রের শর্ত/এই নিয়মাবলীর আলোকে গ্রাহকের নিকট হইতে গ্যাস বিল, বকেয়া বিলের উপর সারচার্জ, জরিমানা, নিরাপত্তা জামানত ইত্যাদি পাওনা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৫.৬। বিল পরিশোধের সময়সীমা ঃ

সকল শ্রেণীর মিটারযুক্ত গ্রাহকদের মাসিক বিল ইস্যু করার তারিখ হইতে (যাহা বিলে উল্লেখ থাকিবে) পরবর্তী ২০ (বিশ) দিনের মধ্যে কোন প্রকার সারচার্জ ছাড়াই পরিশোধ করা যাইবে। বিল পরিশোধের সর্বশেষ তারিখ সরকারী ছুটির দিন হইলে পরবর্তী কার্য দিবসে বিল পরিশোধ করা যাইবে।

৫.৭। মাসিক ন্যূনমত দেয় বিল (মিনিমাম চার্জ) ঃ

কোন গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ প্রদানের পর গ্যাস বিক্রয় চুক্তিনামা/এই নিয়মাবলী অনুযায়ী গ্রাহকের জন্য মাসিক বরাদ্দকৃত গ্যাস অব্যবহৃত থাকিলে কোম্পানী কর্ত"ক বিনিয়োগকৃত মূলধন যথাসময়ে ফেরত প্রাপ্তির লক্ষ্যে মাসিক লোডের একটি নির্দিষ্ট অংশ ন্যূনতম নিশ্চয়কৃত লোড নির্ধারণ করতঃ উহার ভিত্তিতে (ন্যূনতম বিল) আদায়ের নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে। অর্থাৎ নিশ্চয়কৃত লোডের চাইতে গ্রাহকের গ্যাস ব্যবহার কম হইলে সেই ক্ষেত্রে গ্রাহক ন্যূনতম হারে গ্যাস বিল পরিশোধ করিতে গ্রাহক বাধ্য থাকিবে। নিম্নে বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকের ন্যূনতম দেয় নির্ধারণের পদ্ধতি বর্ণিত হইল ঃ

৫.৭.১। বাণিজ্যিক ঃ দৈনিক গ্যাস ব্যবহারের সময় ১৬ ঘন্টার নিম্নে হইলে ন্যূনতম নিশ্চয়কৃত লোড মাসিক অনুমোদিত লোডের ৫০% এবং ১৬ ঘন্টা বা উর্দ্ধে হইলে ৬০% হইবে। গ্যাস বিক্রয় সংক্রান্ত চুক্তি নামার ফোর্সমেজিউর অনুচ্ছেদে বিবৃত কারণসমূহের বেলায় ন্যূনতম দেয় প্রযোজ্য হইবে না। ইহা ছাড়া লে-অফ/লকআউট জনিত কারণে গ্যাস ব্যবহার বন্ধ রাখা হইলে নিম্নে বর্ণিত শর্ত সমূহ গ্রাহক কর্তৃক পূরণ করা হইলে গ্যাস ব্যবহার বন্ধ কালীন সময়ের জন্য ন্যূনতম চার্জ প্রযোজ্য হইবে না।

শর্তসমূহ ঃ

ক) লে-অফ/লকআউট ঘোষণার বিষয়টি নির্ধারিত আবেদনপত্রের মাধ্যমে কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট আবিকা/জোন প্রধানের নিকট জানাইতে হইবে।

খ) লে-অফ/লকআউটকালীন সময়ে গ্রাহক কোন ভাবেই গ্যাস ব্যবহার করিবে না। যদি প্রমাণিত হয় যে লে-অফ/লকআউট ঘোষণার সময়কালে গ্যাস ব্যবহার হইয়াছে তবে গ্রাহক ন্যূনতম দেয় হইতে অব্যাহতি পাইবে না।

গ) লে-অফ/লকআউট ঘোষণার বিষয়টি গ্রাহক কর্তৃক কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট আবিকা/জোন প্রধানের নিকট অবহিতকরণের দিন হইতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কার্যকর হইবে।

ঘ) লে-অফ/লকআউট ঘোষণার বিষয়টি গ্রাহক কর্তৃক কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট আবিকা/জোন প্রধানের নিকট আবেদনপত্রের মাধ্যমে অবহিতকরণের পর সংশ্লিষ্ট জোন/আবিকা প্রধান অথবা মতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি গ্রাহক আঙ্গিনা পরিদর্শনপূর্বক ইনলেট/আউটলেট ভালভাবে বন্ধ করিয়া সিল করার ব্যবস্থা করিবে এবং যৌথভাবে মিটার পাঠ লিপিবদ্ধ করিয়া উহাতে উভয়প স্বাক্ষর করিবে।

ঙ) লে-অফ/লকআউট প্রত্যাহার করিবার বিষয়টি গ্রাহক কর্তৃক কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে লিখিতভাবে অবহিতকরণের পর পুনরায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক গ্রাহক আঙ্গিনা পরিদর্শনক্রমে আরএমএস এ অবৈধ হস্তক্ষেপ কিংবা গ্যাস ব্যবহার না করিবার বিষয়টি নিশ্চিত করিয়া ৪৮ ঘন্টার মধ্যে পুনারায় গ্যাস সরবরাহ চালু করার ব্যবস্থা করিবে।

৫.৭.২। শিল্প ঃ ক) শিল্প শ্রেণীভূক্ত গ্রাহকের গ্যাস লাইন কমিশনের পরবর্তী ১২ মাস প্রকৃত মিটার রিডিং এর ভিত্তিতে বিল প্রণয়ন করা হইবে। অর্থাৎ উক্ত সময়ে কোন ন্যূনতম চার্জ প্রযোজ্য হবে না।

খ) বাণিজ্যিক সংযোগের জন্য উল্লেখকৃত বিষয়সমূহ এখানেও প্রযোজ্য হইবে।

৫.৭.৩। মৌসুমী ঃ বাণিজ্যিক সংযোগের জন্য প্রযোজ্য বিষয়সমূহ ছাড়াও নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ প্রযোজ্য হইবে মৌসুম অতিবাহিত হওয়ার পর সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকাকালীন সময়ে ন্যূনতম দেয় প্রযোজ্য হইবে না। মৌসুম বহির্ভূত সময়ে আইসক্রীম কারখানা এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রন প্লান্টের মাসিক লোড প্রতি বৎসরে গ্রাহকের আবেদনক্রমে অনধিক ৩ মাসের জন্য সর্বোচ্চ ৫০% হ্রাস করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে লোড হ্রাস/বৃদ্ধি ফি প্রযোজ্য হইবে না।

৫.৭.৪। চা-বাগান ঃ ন্যূনতম নিশ্চয়কৃত লোড পূর্ববর্তী পঞ্জিকা বর্ষের অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের গড় গ্যাস ব্যবহারের এক-তৃতীয়াংশ। তবে শুধুমাত্র প্রথম বছরের জন্য মাসিক অনুমোদিত লোডের এক-তৃতীয়াংশ হইবে।

৫.৭.৫। ক্যাপটিভ পাওয়ার ঃ শিল্পের অনুরূপ।

৫.৭.৬। সিএনজি গ্রাহক ঃ শিল্পের অনুরূপ।

৫.৭.৭। ষ্ট্যান্ড-বাই জেনারেটর ঃ

ষ্ট্যান্ড-বাই জেনারেটরের ক্ষেত্রে কোন ন্যূনতম চার্জ প্রযোজ্য হইবে না। তবে, ইহার জন্য স্বতন্ত্র লাইন ও মিটারের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। কিন্তু ষ্ট্যান্ড-বাই জেনারেটর নিয়মিত জেনারেটর হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়া প্রমাণিত হইলে যে মাসে দৃষ্টিগোচর হইবে সেই মাস হইতে ইহা অস্থায়ী নিয়মিত গ্রাহক হিসাবে পরিগণিত হইবে এবং ইহার জন্য নিয়মিত জেনারেটরের ন্যায় ন্যূনতম দেয় (মিনিমাম চার্জ) প্রযোজ্য হইবে।

৫.৭.৮। সকল গ্রাহকের জন্য প্রযোজ্য ঃ

ক) ক্যাবিনেট টাইপ মিটার স্থাপন করিতে হইবে।

খ) কারিগরীভাবে সম্ভব হইলে জেনারেটরের জন্য নির্মিত সার্ভিস পাইপ লাইন মাটির উপর স্থাপন করিবে।

গ) কোন কারণে গ্রাহক অভিযুক্ত প্রমাণিত হইলে অভ্যন্তরীণ পাইপ লাইন মাটির উপরে স্থাপন বাধ্যতামূলক হইবে।

৫.৮। বকেয়া গ্যাস বিলের ওপর সুদ/সারচার্জের হার ঃ

সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের বিল পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ অতিক্রম করার পর হইতে বিল পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য বার্ষিক ১২% হারে সারচার্জ পরিশোধ করিতে হইবে। তবে, যে সকল গ্রাহক গ্যাস বিলের অর্থ সরকারী তহবিল হইতে পরিশোধ করিয়া থাকে,তাহাদের ক্ষেত্রে নির্ধারিত তারিখের পরও ক্ষেত্র বিশেষে সারচার্জ ব্যতিরেকে বিল পরিশোধের সুযোগ প্রদান করা যাইতে পারে।

৬.০। পরিদর্শন ঃ

৬.১.১। বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকদের আঙ্গিনা কোম্পানীর নিজস্ব কর্মকর্তা অথবা মনোনীত প্রতিনিধি/প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে নিম্নে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে ঃ

বাণিজ্যিক	ঃ ১ (এক) বছরে ন্যূনতম একবার, তবে প্রতি ৬ মাসে একবার বাঞ্চনীয়।
শিল্প	ঃ যে সকল গ্রাহকদের ঘন্টাপ্রতি লোড ৪,০০০ ঘনফুট বা উহার উর্দ্ধে তাহাদের ক্ষেত্রে প্রতি ২ (দুই) মাসে ন্যূনতম একবার, তবে তার বেশীও হইতে পারিবে।
শিল্প	ঃ যে সকল গ্রাহকদের ঘন্টাপ্রতি লোড ৪,০০০ ঘনফুট বা উহার নিম্নে তাহাদের ক্ষেত্রে প্রতি ৪ (চার) মাসে ন্যূনতম একবার, তবে তার বেশীও হইতে পারিবে।
মৌসুমী	ঃ প্রতি মৌসুমে ন্যূনতম দুইবার, তবে তার বেশীও হইতে পারিবে।
চা-বাগান	ঃ মৌসুমীর অনুরূপ।
ক্যাপটিভ পাওয়ার	ঃ শিল্পের অনুরূপ।
সিএনজি	ঃ শিল্পের অনুরূপ।

প্রকাশ থাকে যে, সকল গ্রাহকের ক্ষেত্রে মাসিক মিটার রিডিং গ্রহণ কালেও পরিদর্শন কাজ সম্পন্ন করা যাইবে।

৬.১.২। পরিদর্শন অফিস চলাকলীন সময়ে পরিচয়পত্রসহ কোম্পানীর মনোনীত প্রতিনিধি পরিদর্শনে গেলে গ্রাহক তাহাকে পূর্ণ সহযোগীতা প্রদানে বাধ্য থাকিবে। গ্রাহক তাহা না করিলে রেজিষ্টার ডাকযোগে পরিদর্শনের অনুরোধ জানিয়ে নোটিশ দেওয়া হইবে। তারপরও পরিদর্শনে বাধা দেওয়া হইলে বিনানোটিশে গ্রাহকের লাইন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইবে।

৬.১.৩। পরিদর্শন প্রতিবেদনে কোম্পানীর মনোনীত প্রতিনিধি এবং গ্রাহক/গ্রাহক প্রতিনিধিকে যৌথ স্বাক্ষর করিতে হইবে।

৭.০। অতিরিক্ত বিল জরিমানা এবং আরএমএস এর সরঞ্জাম ক্ষতিগ্রস্থ/চুরির জন্য মূল্য আদায় ঃ

৭.১। অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত লোড ব্যবহারের ক্ষেত্রে জরিমানা নির্ধারণ ঃ

অনুমোদিত মাসিক লোডের ২০% পর্যন্ত অধিক লোড ব্যবহার করা হইলে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না। অনুমোদিত মাসিক লোডের ২০% এর অতিরিক্ত লোডের গ্যাস ব্যবহার করা হইলে গ্রাহককে পত্রের মাধ্যমে গ্যাস ব্যবহার সীমিত রাখিবার জন্য নতুবা লোড বৃদ্ধি করিয়া নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হইবে। কিন্তু পর পর ৩ মাস ২০% এর অতিরিক্ত লোডে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে ৪র্থ মাসে কোম্পানী বিগত ৩ মাসের সর্বোচ্চ মাসিক গ্যাস ব্যবহারের ভিত্তিতে একতরফা ভাবে লোড পুননির্ধারণকরতঃ ডিমান্ড নোট ইস্যু করিবে। ইস্যুকৃত ডিমাড নোটের ভিত্তিতে গ্রাহক প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ সমম্বয় না করিলে অনুচ্ছেদ ৮.১(ক)২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

৭.২। গ্যাস কারচুপি/অনুমোদিত গ্যাস স্থাপনার জন্য অতিরিক্ত বিল ও জরিমানা ধার্য ঃ

৭.২.১। বাণিজ্যিক ঃ

বাণিজ্যিক গ্রাহক কর্তৃক মিটার এ অবৈধ হস্তক্ষেপ করতঃ গ্যাস কারচুপি করা হইলে সেই ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে কোম্পানীর কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন/গ্যাস লাইন পুনসংযোগ/সরঞ্জাম বর্ধিতকরণ/কমিশনের তারিখ হইতে গ্যাস কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্বোচ্চ ১ বছর) পর্যন্ত এবং উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্নকরণ/মিটার সীলকরণ/মিটার পরিবর্তনের তারিখ পর্যন্ত সময়ে অতিরিক্ত বিল আদায়যোগ্য হইবে। প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ও সংযোজিত ঘন্টাপ্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক সেই লোড এবং প্রযোজ্য চালনা ধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক এর ভিত্তিতে মাসিক লোড হিসাব করিয়া সেই অনুসারে অতিরিক্ত বিল এবং উক্ত অতিরিক্ত বিলের ৫০% জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

গ্রাহক কর্তৃক যে কোন গ্যাস বিতরণ লাইন হইতে অবৈধভাবে সংযোগ স্থাপন, মিটার বাইপাস অথবা সার্ভিস লাইনের সহিত অভ্যন্তরীণ লাইনের সরাসরি সংযোগ স্থাপন, বিচ্ছিন্নকৃত লাইন হইতে অবৈধভাবে

সংযোগ গ্রহণ অথবা কমিশনকৃত সার্ভিস লাইন হইতে অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ নেওয়া হইলে সংশ্লিষ্ট গ্যাস লাইনের নির্মাণ/কমিশনিং/পূর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত (সর্বোচ্চ ১ বছর) অতিরিক্ত বিল আদায়যোগ্য হইবে। প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদিত ঘন্টাপ্রতি লোড ও সংযোজিত ঘন্টাপ্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক হইবে সেই লোড এবং প্রযোজ্য চালনা ধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক এর ভিত্তিতে মাসিক লোড হিসাব করতঃ উহার ভিত্তিতে অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং উক্ত অতিরিক্ত বিলের ৫০% জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

গ্রাহক কর্তৃক অবৈধভাবে বিতরণ লাইন/সার্ভিস লাইন/রাইজার পরিবর্তন এবং/বা স্থানান্তর করা হইলে সেই ক্ষেত্রে গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ পূর্বক অপচয়কৃত গ্যাসের অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ১ (এক) মাসের সমতুল্য গ্যাস বিল জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

মিটার রিডিং গ্রহণ/পরিদর্শন কালে টার্নওভার ব্যতীত কোন গ্রাহকের মিটার রিডিং ইতোপূর্বে সংগৃহীত মিটার রিডিং এর চেয়ে কম পাওয়া গেলে সেই ক্ষেত্রে উল্লেখিত পদ্ধতিতে নির্ণীত মাসিক লোডের ভিত্তিতে সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ হইতে কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্বোচ্চ ১ বছর) এবং উক্ত সনাক্ত করণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/মিটার পরিবর্তন/মিটার সীলকরণ এর সময় পর্যন্ত গ্যাস বিল সংশোধনকতরঃ অতিরিক্ত বিল এবং উক্ত অতিরিক্ত বিলের ৫০% জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

গ্রাহক কর্তৃক রেগুলেটরে/প্রেসার গেইজে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে অনুমোদিত চাপের চেয়ে বেশী চাপে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে পূর্বে চাপ সেটকরণ/রেগুলেটর সীলকরণ/সর্বশেষ পরিদর্শন (সীল সঠিক পাওয়া গেলে) এর তারিখ হইতে কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্বোচ্চ ১ বছর) এবং উক্ত সনাক্ত করণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/অনুমোদিত চাপে পুনসেটকরণ পূর্বক রেগুলেটর সীলকরণ/নিয়মিতকরণ এর সময় পর্যন্ত প্রাপ্ত সর্বোচ্চ চাপের ভিত্তিতে অতিরিক্ত বিল এবং ধার্যকৃত অতিরিক্ত বিলের ৫০% জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

গ্রাহক কর্তৃক গ্যাস কারচুপির সহিত সম্পৃক্ত না হইয়া অনুমোদিত গ্যাস স্থাপনা/গ্যাস বার্ণার স্থাপন করা হইলে প্রতিষ্ঠানের সংযোজিত ঘন্টাপ্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনা ধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক অনুযায়ী মাসিক লোড/ন্যূনতম বিল পুনর্নির্ধারন করতঃ সর্বশেষ পরিদর্শন (অনিয়ম পাওয়া না গেলে)/গ্যাস লাইন কমিশন হইতে অনুমোদিত গ্যাস স্থাপনা/বার্ণার সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্বোচ্চ ১ বছর) এবং উক্ত সনাক্ত করণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/নিয়মিতকরণ/অননুমোদিত স্থাপনা ও গ্যাস লাইন অপসারন পর্যন্ত যে সকল মাসের গ্যাস বিল পুনর্নির্ধারিত ন্যূনতম বিলের চেয়ে কম হইবে সেই সকল মাসের গ্যাস বিল সংশোধন করতঃ অতিরিক্ত বিল এবং উক্ত অতিরিক্ত বিলের ৫০% জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

৭.২.২। **শিল্প (ঘন্টাপ্রতি লোড ৪,০০০ ঘনফুটের নিম্নে) ঃ**

শিল্প গ্রাহক কর্তৃক মিটার এ অবৈধ হস্তাক্ষেপ করতঃ গ্যাস কারচুপি করা হইলে সেই ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে কোম্পানীর কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন/গ্যাস লাইন পুনসংযোগ/সরঞ্জাম বর্ধিতকরণ/কমিশনের তারিখ হইতে গ্যাস কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্বোচ্চ ৪ মাস) এবং উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্নকরণ/মিটার সীলকরণ/মিটার পরিবর্তন এর তারিখ পর্যন্ত সময় অতিরিক্ত বিল আদায়যোগ্য হইবে। প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ও সংযোজিত ঘন্টাপ্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক সেই লোড এবং প্রযোজ্য চালনা ধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক এর ভিত্তিতে মাসিক লোড হিসাব করিয়া সেই অনুসারে অতিরিক্ত বিল এবং উক্ত অতিরিক্ত বিলের ৫০% জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

গ্রাহক কর্তৃক যে কোন গ্যাস বিতরণ লাইন হইতে অবৈধভাবে সংযোগ স্থাপন, মিটার বাইপাস অথবা সার্ভিস লাইনের সহিত অভ্যন্তরীণ লাইনের সরাসরি সংযোগ স্থাপন, বিচ্ছিন্নকৃত লাইন হইতে অবৈধভাবে সংযোগ গ্রহণ অথবা কমিশনকৃত সার্ভিস লাইন হইতে অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ নেওয়া হইলে সংশ্লিষ্ট গ্যাস লাইনের নির্মাণ/কমিশনিং/পূর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করণের তারিখ পর্যন্ত (সর্বোচ্চ ৪ মাস) অতিরিক্ত বিল আদায়যোগ্য হইবে। প্রতিষ্টানের জন্য অনুমোদিত ঘন্টাপ্রতি লোড ও সংযোজিত ঘন্টাপ্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক হইবে সেই লোড এবং প্রযোজ্য চালনা ধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক এর ভিত্তিতে মাসিক লোড হিসাব করতঃ উহার ভিত্তিতে অতিরিক্ত গ্যাস বিল ও উক্ত অতিরিক্ত বিলের ৫০% জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

গ্রাহক কর্তৃক অবৈধভাবে বিতরণ লাইন/সার্ভিস লাইন/রাইজার পরিবর্তন এবং/বা স্থানান্তর করা হইলে সেই ক্ষেত্রে গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ পূর্বক অপচয়কৃত গ্যাসের মূল্যসহ অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ১ (এক) মাসের সমতুল্য গ্যাস বিল জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

মিটাররিডিং গ্রহণ/পরিদর্শন কালে টার্নওভার ব্যতীত কোন গ্রাহকের মিটার রিডিং ইতোপূর্বে সংগৃহীত মিটার রিডিং এর চেয়ে কম পাওয়া গেলে সেই ক্ষেত্রে উল্লেখিত পদ্ধতিতে নির্ণীত মাসিক লোডের ভিত্তিতে সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ হইতে কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্বোচ্চ ৪ মাস) এবং উক্ত সনাক্ত করণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/মিটার পরিবর্তন/মিটার সীলকরণ এর সময় পর্যন্ত গ্যাস বিল সংশোধনকতরঃ অতিরিক্ত বিল এবং উক্ত অতিরিক্ত বিলের ৫০% জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

গ্রাহক কর্তৃক রেগুলেটরে/প্রেসার গেইজে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে অনুমোদিত চাপের চেয়ে বেশী চাপে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে পূর্বে চাপ সেটকরণ/রেগুলেটর সীলকরণ/সর্বশেষ পরিদর্শন (সীল সঠিক পাওয়া গেলে) এর তারিখ হইতে কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্বোচ্চ ৪ মাস) এবং উক্ত সনাক্ত করণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/অনুমোদিত চাপে পুনসেটকরণ পূর্বক রেগুলেটর সীলকরণ/নিয়মিতকরণ এর সময় পর্যন্ত প্রাপ্ত সর্বোচ্চ চাপের ভিত্তিতে অতিরিক্ত বিল এবং ধার্যকৃত অতিরিক্ত বিলের ৫০% জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

গ্রাহক কর্তৃক গ্যাস কারচুপির সহিত সম্পৃক্ত না হইয়া অননুমোদিত গ্যাস স্থাপনা/গ্যাস বার্ণার স্থাপন করা হইলে প্রতিষ্ঠানের সংযোজিত ঘন্টাপ্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনা ধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক অনুযায়ী মাসিক লোড/ ন্যূনতম বিল পুনর্নির্ধারন করতঃ সর্বশেষ পরিদর্শন (অনিয়ম পাওয়া না গেলে)/গ্যাস লাইন কমিশন হইতে অননুমোদিত গ্যাস স্থাপনা/বার্ণার সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্বোচ্চ ৪ মাস) এবং উক্ত সনাক্ত করণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/নিয়মিতকরণ/অননুমোদিত স্থাপনা ও গ্যাস লাইন অপসারন পর্যন্ত যে সকল মাসের গ্যাস বিল পুনর্নির্ধারিত ন্যূনতম বিলের চেয়ে কম হইবে সেই সকল মাসের গ্যাস বিল সংশোধন করতঃ অতিরিক্ত বিল এবং উক্ত অতিরিক্ত বিলের ৫০% জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

৭.২.৩। **শিল্প (ঘন্টাপ্রতি লোড ৪,০০০ ঘনফুট ও উহার উর্দ্ধে) ঃ**

শিল্প গ্রাহক কর্তৃক মিটার এ অবৈধ হস্তক্ষেপ করতঃ গ্যাস কারচুপি করা হইলে সেই ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে কোম্পানীর কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন/গ্যাস লাইন পুনসংযোগ/সরঞ্জাম বর্ধিতকরণ/কমিশনের তারিখ হইতে গ্যাস কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্বোচ্চ ২ মাস) এবং উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্নকরণ/মিটার সীলকরণ/মিটার পরিবর্তন এর তারিখ পর্যন্ত সময় অতিরিক্ত বিল আদায়যোগ্য হইবে। প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ও সংযোজিত ঘন্টাপ্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক সেই লোড এবং প্রযোজ্য চালনা ধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক এর ভিত্তিতে মাসিক লোড হিসাব করিয়া সেই অনুসারে অতিরিক্ত বিল এবং উক্ত অতিরিক্ত বিলের ৫০% জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে

গ্রাহক কর্তৃক যে কোন গ্যাস বিতরণ লাইন হইতে অবৈধভাবে সংযোগ স্থাপন, মিটার বাইপাস অথবা সার্ভিস লাইনের সহিত অভ্যন্তরীণ লাইনের সরাসরি সংযোগ স্থাপন, বিচ্ছিন্নকৃত লাইন হইতে অবৈধভাবে সংযোগ গ্রহণ অথবা কমিশনকৃত সার্ভিস লাইন হইতে অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ নেওয়া হইলে সংশ্লিষ্ট গ্যাস লাইনের নির্মাণ/কমিশনিং/পূর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করণের তারিখ পর্যন্ত (সর্বোচ্চ ২ মাস) অতিরিক্ত বিল আদায়যোগ্য হইবে। প্রতিষ্টানের জন্য অনুমোদিত ঘন্টাপ্রতি লোড ও সংযোজিত ঘন্টাপ্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক হইবে সেই লোড এবং প্রযোজ্য চালনা ধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক এর ভিত্তিতে মাসিক লোড হিসাব করতঃ উহার ভিত্তিতে অতিরিক্ত গ্যাস বিল ও উক্ত অতিরিক্ত বিলের ৫০% জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

গ্রাহক কর্তৃক অবৈধভাবে বিতরণ লাইন/সার্ভিস লাইন/রাইজার পরিবর্তন এবং/বা স্থানান্তর করা হইলে সেই ক্ষেত্রে গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ পূর্বক অপচয়কৃত গ্যাসের অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ১ (এক) মাসের সমতুল্য গ্যাস বিল জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।
মিটার রিডিং গ্রহণ/পরিদর্শন কালে টার্নওভার ব্যতীত কোন গ্রাহকের মিটার রিডিং ইতোপূর্বে সংগৃহীত মিটার রিডিং এর চেয়ে কম পাওয়া গেলে সেই ক্ষেত্রে উল্লেখিত পদ্ধতিতে নির্ণীত মাসিক লোডের ভিত্তিতে সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ হইতে কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্বোচ্চ ২ মাস) এবং উক্ত সনাক্ত করণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/মিটার পরিবর্তন/মিটার সীলকরণ এর সময় পর্যন্ত গ্যাস বিল সংশোধনকতরঃ অতিরিক্ত বিল এবং উক্ত অতিরিক্ত বিলের ৫০% জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

গ্রাহক কর্তৃক রেগুলেটরে/প্রেসার গেইজে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে অনুমোদিত চাপের চেয়ে বেশী চাপে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে পূর্বে চাপ সেটকরণ/রেগুলেটর সীলকরণ/সর্বশেষ পরিদর্শন (সীল সঠিক পাওয়া গেলে) এর তারিখ হইতে কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্বোচ্চ ৪ মাস) এবং উক্ত সনাক্ত করণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/অনুমোদিত চাপে পুনসেটকরণ পূর্বক রেগুলেটর সীলকরণ/নিয়মিতকরণ এর সময় পর্যন্ত সর্বোচ্চ চাপের ভিত্তিতে অতিরিক্ত বিল এবং ধার্যকৃত অতিরিক্ত বিলের ৫০% জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

গ্রাহক কর্তৃক গ্যাস কারচুপির সহিত সম্পৃক্ত না হইয়া অননুমোদিত গ্যাস স্থাপনা/গ্যাস বার্ণার স্থাপন করা হইলে প্রতিষ্ঠানের সংযোজিত ঘন্টাপ্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনা ধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক অনুযায়ী মাসিক লোড/ ন্যূনতম বিল পুনর্নির্ধারন করতঃ সর্বশেষ পরিদর্শন (অনিয়ম পাওয়া না গেলে)/গ্যাস লাইন কমিশন হইতে অননুমোদিত গ্যাস স্থাপনা/বার্ণার সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্বোচ্চ ৪ মাস) এবং উক্ত সনাক্ত করণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/নিয়মিতকরণ/অননুমোদিত স্থাপনা ও গ্যাস লাইন অপসারন পর্যন্ত যে সকল মাসের গ্যাস বিল পুনর্নির্ধারিত ন্যূনতম বিলের চেয়ে কম হইবে সেই সকল মাসের গ্যাস বিল সংশোধন করতঃ অতিরিক্ত বিল এবং উক্ত অতিরিক্ত বিলের ৫০% জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

৭.২.৪। মৌসুম ঃ শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকদের অনুরূপ।

৭.২.৫। ক্যাপটিভ পাওয়ার ঃ শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকদের অনুরূপ।

৭.২.৬। সিএনজি ঃ শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকদের অনুরূপ।

৭.২.৭। চা বাগান ঃ শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকদের অনুরূপ।

যে সকল শিল্প গ্রাহকের অভ্যন্তরীন গ্যাস পাইপ লাইন "গ্যাস বিপণন পদ্ধতি-২০০২" মোতাবেক ভূমির ওপরে স্থাপন করা হইয়াছে এবং ক্যাবিনেট আরএমএস বা আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন আরএমএস এর মাধ্যমে গ্যাস ব্যবহার করা হইতেছে সেই সকল গ্রাহক উল্লেখিত সুবিধা পাইবেন। তবে যে সকল গ্রাহকের অভ্যন্তরীণ গ্যাস পাইপ লাইন এখনও পর্যন্ত ভূমির ওপরে স্থাপন এবং ক্যাবিনেট আরএমএস স্থাপন করা হয় নাই সেই সকল ক্ষেত্রে গ্রাহক কর্তৃক অভ্যন্তরীণ গ্যাস পাইপ লাইন ভূমির উপরে স্থাপন এবং কোম্পানী প্রয়োজন মনে করিলে যে কোন সময় ক্যাবিনেট আরএমএস বা আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন আরএমএস স্থাপনে গ্রাহকের অনাপত্তির পরেই কেবল উল্লেখিত সুবিধা পাইবেন।

বিঃ দ্রঃ

কোন গ্রাহক স্বতন্ত্রভাবে সার্ভিস লাইন নির্মাণ পূর্বক অথবা বিচ্ছিন্নকৃত রাইজার এর মাধ্যমে অবৈধ সংযোগ স্থাপন পূর্বক অথবা কোন উপায়ে মিটার বাইপাস করিয়া গ্যাস ব্যবহার করিলে তাহার গ্যাস সংযোগ স্থায়ীভাবে বন্ধ করা বাধ্যতামূলক হইবে। এই ক্ষেত্রে গ্রাহকের বিরুদ্ধে থানায় FIR করতঃ ফৌজদারী মামলা রুজু করা হইবে। ইহা ছাড়াও একই গ্রাহক তিনবার আরএমএস এ অবৈধ হস্তক্ষেপ করিলে গ্যাস লাইন স্থায়ী বিচ্ছিন্ন করা বাধ্যতামূলক হইবে। উভয় ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র কোম্পানীর বোর্ডের অনুমোদনক্রমে পুনঃসংযোগের বিষয়টি বিবেচনা করা যাইতে পারে।

একই কারখানায় ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য কোন গ্রাহককে একাধিক রান/সাব-মিটারের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন গ্রাহক শ্রেণীর গ্যাস সংযোগ (শিল্প, কাপটিভ পাওয়ার, গ"হ"লি ইত্যাদি) প্রদান করা হইলে এবং যে কোন শ্রেণীর সংযোগের বিপরীতে গ্রাহক অনিয়ম/চুক্তিপত্রের শর্তভঙ্গ করিলে একই সঙ্গে সকল শ্রেণীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হইবে।

৭.৩। **আরএমএস-এর সরঞ্জাম ক্ষতিগ্রস্থ/চুরির জন্য মূল্য আদায় ঃ**

গ্রাহকের অবৈধ হস্তক্ষেপের কারণে বা অতিরিক্ত লোডে গ্যাস ব্যবহারের কারণে আরএমএস এর কোন সরঞ্জাম অকোজো হইলে বা গ্রাহকের আঙ্গিনা হইতে আরএমএস এর কোন সরঞ্জাম চুরি হইলে বা মিটারের মূলসীল ভাঙ্গা হইলে সকল ক্ষেত্রে উক্ত সরঞ্জামের মূল্য এবং স্থাপিতব্য সরঞ্জামের মূল্য গ্রাহকের নিকট হইতে আদায় পূর্বক প্রতিস্থাপন করা হইবে। স্থাপিতব্য আরএমএস এর ভাড়া যথারীতি আদায়যোগ্য হইবে।

৮.০। সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও এতদবিষয়ক ফি ঃ

৮.১। অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকরণ ঃ

ক) বকেয়া বিল ও জামানত প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নের বর্ণনা মোতাবেক গ্রাহককে নোটিশ প্রদান পূর্বক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে ঃ

১। বিল ইস্যুর তারিখ হইতে পরবর্তী ৪৫ দিনের মধ্যে গ্যাস বিল পরিশোধ ও অন্যান্য পাওনা পরিশোধ না করিলে ১৫ দিনের রেজিষ্টার ডাকযোগে নোটিশ প্রদান পূর্বক সংযোগ বিচিছন্ন করা হইবে।

২। কোম্পানীর চাহিদাপত্র অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাকি জামানত বা অতিরিক্ত জামানত প্রদানে গ্রাহক ব্যর্থ হইলে ৩০ দিনের রেজিষ্টার ডাকযোগে নোটিশ প্রদানে লাইন বিচ্ছিন্ন করা হইবে।

খ) নিম্ন লিখিত যে কোন কারণে গ্যাস বিপণন কোম্পানী গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিনা নোটিশে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে ঃ

১। মিটারের যেকোন ধরনের হস্তক্ষেপ উৎঘাটিত হইলে/পাওয়া গেলে (মিটার ইনডেক্স ভগ্ন; মিটার সীল ভগ্ন বা নকল, মিটার রেজিষ্টারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, রোটর/ফ্যান ভগ্ন, ডায়াফ্রাম ছিদ্র, মিটার উল্টোভাবে স্থাপন করা, মিটারের মেকানিজমে হস্তক্ষেপ করা ইত্যাদি) অথবা মিটারের মতার চেয়ে অতিরিক্ত লোডে গ্যাস ব্যবহার করতঃ মিটার নষ্ট হইলে।

২। যে কোন গ্যাস বিতরণ লাইন হইতে অবৈধভাবে সংযোগ স্থাপন (মিটার বাইপাস অথবা সার্ভিস লাইনের সহিত অভ্যন্তরীণ লাইনের সরাসরি সংযোগ স্থাপন/কমিশনকৃত সার্ভিস লাইন হইতে সংযোগ স্থাপনা/বিচ্ছিন্নকৃত লাইন হইতে অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ ইত্যাদি) করা হইলে।

৩। অবৈধভাবে বিতরণ লাইন/সার্ভিস লাইন/রাইজার পরিবর্তন/স্থানান্তর করা হইলে।

৪। মিটারের অবৈধ হস্তক্ষেপের কারণে মিটার রিডিং গ্রহণ/পরিদর্শনকালে গ্রাহকের মিটার রিডিং ইতোপূর্বে সংগৃহীত মিটার রিডিং এর চাইতে কম (টার্ণওভার ব্যতীত) পাওয়া গেলে।

৫। রেগুলেটরে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে উহার কার্যকারিতা নষ্ট বা বহিঃর্গমন চাপ বৃদ্ধি/পুনঃসেট করা হইলে।

৬। অননুমোদিত ভাবে গ্যাস বার্ণার/সরঞ্জাম স্থাপন এবং/স্থানান্তর করা হইলে।

৭। চুক্তিতে বর্ণিত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে বা কোম্পানীর লিখিত অনুমতি ছাড়া অন্য কোন পক্ষকে গ্যাস সরবরাহ করা হইলে।

৮। আরএমএস করে চাবি সরবরাহ না করিয়া পরিদর্শনে অনভিপ্রেত বিঘ্ন সৃষ্টি এবং চুক্তিপত্রের যে কোন ধারা ভংগ করা হইলে।

৯। গ্রাহকের আঙ্গিনায় স্থাপিত গ্যাস মিটার ভাঙ্গা/নষ্ট অবস্থায় পাওয়া গেলে এবং এই ব্যাপারে কোম্পানীর নিকট গ্রহনযোগ্য কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা/বক্তব্য প্রদানে গ্রাহক ব্যর্থ হইলে।

৮.২। স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকরণ ঃ

১। গ্রাহক কর্তৃক অবৈধভাবে স্বতন্ত্র সার্ভিস লাইন নির্মাণ পূর্বক অথবা বিচ্ছিন্নকৃত রাইজারের মাধ্যমে অবৈধ সংযোগ স্থাপন পূর্বক অথবা অন্য কোন উপায়ে মিটার বাইপাস করিয়া গ্যাস কারচুপি করা হইলে।

২। গ্রাহক কর্তৃক তিনবার আরএমএস-এ অবৈধ হস্তক্ষেপ করা হইলে।

৩। বর্ণিত যে কোন কারণে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নের পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে পুনঃসংযোগ গ্রহণ করা না হইলে।

৩। বিচ্ছিন্নকরণ ফি

গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করণের তারিখ উল্লেখ করিয়া অন্ততঃ ৭ দিন পূর্বে গ্রাহক কর্তৃক বকেয়া গ্যাস বিল পরিশোধ করতঃ আবেদনের প্রেক্ষিতে অস্থায়ীভাবে এবং স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকরণের ত্রে নিম্নে বর্ণিত হারে গ্রাহক কর্তৃক বিচ্ছিন্নকরণ ফি পরিশোধ করিতে হইবে। তবে ইহা লে-অফ/লকআউট এর ত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

গ্রাহক শ্রেণী	বিচ্ছিন্নকরণ ফি (টাকা)	
	অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন	স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন
বাণিজ্যিক	৫০০/-	১,৫০০ +এ
শিল্প	২,৫০০/-	৫,০০০/- +এ
মৌসুমী	২,৫০০/-	৫,০০০/- +এ
চা-বাগান	২,৫০০/-	৫,০০০/- +এ
ক্যাপটিভ পাওয়ার	২,৫০০/- +এ	৫,০০০/- +এ
সিএনজি	২,৫০০/- +এ	৫,০০০/- +এ

* এ = সার্ভিস লাইন অপসারণ বাবদ প্রকৃত খরচ।

৮.৪। পুনঃ সংযোগ ফি ঃ

গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে অস্থায়ী ভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্ন, খেলাপী অবৈধ কার্যকলাপের জন্য বিচ্ছিন্ন গ্যাস সংযোগ পুনরায় গ্রহনের জন্য গ্রাহক শ্রেণী ও অবস্থা অনুযায়ী নিম্নেবর্ণিত হারে পুনঃসংযোগ ফি পরিশোধ পরিশোধ করিতে হইবে। তবে লে-অফ/লকআউট এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

গ্রাহক শ্রেণী	পুনঃসংযোগ ফি (টাকা)	
	অস্থায়ী বিচ্ছিন্ন	খেলাপী ও অবৈধ কার্যকলাপহেতু বিচ্ছিন্নকরণ
বাণিজ্যিক	১,৫০০/-	৩,০০০/-
শিল্প	৫০০০/-	১০,০০০/-
মৌসুমী	৫০০০/-	১০,০০০/-
চা-বাগান	৫০০০/-	১০,০০০/-
ক্যাপটিভ পাওয়ার	৫০০০/-	১০,০০০/-
সিএনজি	৫০০০/-	১০,০০০/-

৯.০। বিবিধ ঃ

৯.১। রাইজার/আরএমএস স্থানান্তর ফি ঃ

কোন গ্রাহকের রাইজার/আরএমএস স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে উক্ত কাজের জন্য বিতরণ/সার্ভিস লাইনের প্রয়োজনীয় মালামালের প্রকৃত মূল্যের ১০% ওভারহেড খরচসহ মূল্য ও স্থাপনের প্রকৃত ব্যয় গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধ ছাড়াও নিম্নে বর্ণিত হারে ফি জমা দিতে হবে ঃ

বাণিজ্যিক	ঃ	৫০০/- টাকা
শিল্প	ঃ	১,০০০/- টাকা
মৌসুমী	ঃ	১,০০০/- টাকা
ক্যাপটিভ পাওয়ার	ঃ	১,০০০/- টাকা
চা-বাগান	ঃ	১,০০০/- টাকা
সিএনজি	ঃ	১,০০০/- টাকা

৮.২। মালিকানা/নাম পরিবর্তন ফি ঃ

গ্যাস সংযোগকৃত কোন গ্রাহকের মালিকানা/নাম পরিবর্তন করিতে হইলে নতুন মালিকের স্বপক্ষে যাবতীয় কাগজপত্র নোটারী পাবলিক এর দ্বারা প্রত্যয়ন পূর্বক জমা দিতে হবে এবং নিম্নে উল্লেখিত হারে ফি পরিশোধ করিতে হইবে ঃ

বাণিজ্যিক	ঃ	২,০০০/- টাকা
শিল্প	ঃ	৫,০০০/- টাকা
মৌসুমী	ঃ	৫,০০০/- টাকা
ক্যাপটিভ পাওয়ার	ঃ	৫,০০০/- টাকা
চা-বাগান	ঃ	৫,০০০/- টাকা
সিএনজি	ঃ	৫,০০০/- টাকা

৯.৩। গ্যাস লোড হ্রাস/বৃদ্ধি ফি ঃ

কোন গ্রাহকের মাসিক গ্যাস লোড হ্রাস/বৃদ্ধি অথবা লোড অপরিবর্তিত রাখিয়া গ্যাস স্থাপনা/বার্ণার পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে আরএমএস পরিবর্তনের প্রয়োজন না হইলে গ্রাহককে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করিতে হইবে না। উপরোক্ত কোন কাজের জন্য আরএমএস পরিবর্তনের প্রয়োজন হইলে গ্রাহক শ্রেণী ভেদে নিম্নে বর্ণিত হারে ফি পরিশোধ করিতে হইবে।

বাণিজ্যিক	ঃ	১,০০০/- টাকা
শিল্প	ঃ	২,৫০০/- টাকা
মৌসুমী	ঃ	২,৫০০/- টাকা
ক্যাপটিভ পাওয়ার	ঃ	২,৫০০/- টাকা
চা-বাগান	ঃ	২,৫০০/- টাকা
সিএনজি	ঃ	২,৫০০/- টাকা

লোড হ্রাস/বৃদ্ধি অনুযায়ী নিরাপত্তা জামানত, নূন্যতম দেয় ইত্যাদি ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে পরিবর্তন করা হইবে।

৯.৪। মিটারের সঠিকতা পরিক্ষণ ঃ

গ্রাহকের আঙ্গিনা হইতে মিটার অপসারণ করিবার ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে মিটারের সঠিকতা (Accuracy) ও সীল পরীক্ষা করা হইবে। অপসারিত মিটারের সঠিকতা পরীক্ষার তারিখ ও সময় অবহিত করে কমপক্ষে ৩ (তিন) কার্যদিবস পূর্বে কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখা কর্তৃক গ্রাহক কিংবা গ্রাহকের মনোনীত প্রতিনিধিকে পরীাগারে উপস্থিত থাকিবার জন্য রেজিষ্টার ডাকযোগে অনুরোধ করা হইবে। গ্রাহক/গ্রাহক প্রতিনিধি উক্ত দিনে অনুপস্থিত থাকিলে পুনরায় কমপক্ষে ৩ (তিন) কার্যদিবস পূর্বে রেজিষ্টার ডাকযোগে অনুরোধ করা হইবে। তারপরও গ্রাহক/গ্রাহক প্রতিনিধি অনুপস্থিত থাকিলে কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখা কর্তৃক একতরফাভাবে মিটার পরীক্ষাকরতঃ ফলাফল ১০ কার্য্যদিবসের মধ্যে গ্রাহককে অবহিত করা হইবে মিটার পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে গ্রাহকের নিকট কোন পাওনা থাকিলে তাহা গ্রাহককে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে অবহিত করা হইবে।
গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরন ব্যতিরেকে অন্য কোন কারণে (লোড হ্রাস/বৃদ্ধি, মিটারের সঠিকতা পরীক্ষা, মিটার বিকল ইত্যাদি) মিটার অপসারণ করিতে হইলে উপযুক্ত ক্ষমতা সম্পন্ন মিটার দ্বারা প্রতিস্থাপন করিতে হইবে যেন গ্রাহকের গ্যাস ব্যবহার ব্যাহত না হয়।

৯.৫। প্রাকৃতিক কারণে মিটার ধীর/দ্রুত গতির জন্য বিল সংশোধন ঃ

মিটারের সঠিকতা পরীক্ষা করিয়া যদি প্রাকৃতিক কারণে (হস্তক্ষেপ ব্যতীত) উহা ২% এর অধিক ধীর/দ্রুত গতি সম্পন্ন পাওয়া যায়, তবে উক্ত মিটার ব্যবহারের অর্ধেক সময় সর্বোচ্চ ১ (এক) মাস এর গ্যাস বিল সমন্বয় করা হইবে।

৯.৬। বিদ্যমান সংযোগ সুষমীকরণ ঃ

এই নিয়মাবলীতে উল্লেখিত ধাপসমূহ অনুসরণ করতঃ নতুন সংযোগ প্রদানের পাশাপাশি বিদ্যমান সংযোগসমূহকে সুষমীকরণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে ঃ

গ্রাহকের গ্যাস লাইন পুনঃসংযোগ, গ্রাহকের আবেদনক্রমে রাইজার/সার্ভিস লাইন পরিবর্তন/স্থানান্তর,কারখানার নাম/মালিকানা পরিবর্তন, লোড হ্রাস/বৃদ্ধি/পুনবিন্যাস প্রভৃতি-এর পূর্বে গ্রাহকের স্থাপিত অভ্যন্তরীণ লাইন পর্যাপ্ত সাপেটিসহ দেওয়ালে বা মাটির উপরিভাগে এমনভাবে স্থানান্তর করিতে হইবে যেন উহা সহজে দৃশ্যমান হয়।

যে সকল কারখানায় বয়লার ও বিভিন্ন ধরনের ফার্ণেস/কিলন চালনার জন্য গ্যাসের পাশাপাশি ভিন্ন জ্বালানী ব্যবহৃত হইতেছে তাহাদের ক্ষেত্রে উক্ত স্থাপনাসমূহ অপসারণ নতুবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় লোড বৃদ্ধি করতঃ স্থাপনা সমূহকে কেবলমাত্র গ্যাস ব্যবহার উপযোগী করা।

কোন গ্রাহকের ক্ষেত্রেই ষ্ট্যান্ডাবাই জেনারেটর ব্যতীত অন্য কোন গ্যাস স্থাপনা/বার্নার ষ্ট্যান্ডবাই হিসাবে গ্রাহণযোগ্য হইবে। না। বর্তমানে যে সকল গ্রাহকের জেনারেটর ব্যতীত অন্য কোন গ্যাস স্থাপনা/বার্ণার ষ্ট্যান্ডবাই হিসাবে অনুমোদন আছে সেই সকর গ্রাহকের উক্ত স্থাপনার বিপরীতে প্রয়োজনীয় লোড অর্ন্তভূক্ত করতঃ ঘন্টাপ্রতি/মাসিক লোড পুননির্ধারণ করা হইবে।

স্থায়ীভাবে সংযোগ বিছিন্ন গ্রাহকের মালিকানা পরিবর্তন/নাম পরিবর্তন/ব্যবসার ধরন পরিবর্তন হইলে কোম্পানী তাহাকে নতুন গ্রাহক হিসাবে গ্যাস সংযোগ প্রদান করিবে। তবে কোম্পানী দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী বকেয়া (যদি থেকে থাকে) আদায় করার ব্যবস্থা করিবে।

১০.০। বিদ্যমান বিরোধ নিষ্পত্তিকরণঃ

১০.১। বিদ্যামান বিরোধসমূহ এই নিয়মাবলীর আলোকে নিষ্পত্তি করা হইবে।

১০.২। বিদ্যমান কোন বিরোধ এই নিয়মাবলীর আলোকে নিস্পত্তি না হইলে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মনোনীত একজন স্থায়ী চেয়ারম্যান এর নেতৃত্বে পেট্রোবাংলা, এফবিসিসিআই, গ্রাহক সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন/চেম্বার এবং সংশ্লিষ্ট গ্যাস বিপণন কোম্পানীর ১ জন যোগ্য প্রতিনিধির সমন্বয়ে ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট বিরোধ নিষ্পিত্তি কমিটি গঠণ করা হইবে।

১০.৩। পেট্রোবাংলার প্রতিনিধি সদস্য সচিব হিসাবে কাজ করিবেন পেট্রোবাংলা সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

১০.৪ বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ বাবদ খরচ সংশ্লিষ্ট বিপনণ কোম্পানী বহন করিবে।

১০.৫। এই কমিটিকে প্রয়োজনে সুদ/সারচার্জ, জরিমানা, অতিরিক্ত বিল, মিটার এর মূল্য মওকুফের ক্ষমতা দেওয়া হইবে।

১১.০। আরবিট্রেশন

উপরোক্ত অনুচ্ছেদের আলোকে বিরোধ নিস্পত্তি না হইলে কোম্পানী অথবা গ্রাহক আরবিট্রেশনে যাইবে। এই মর্মে নিম্ন বর্ণিত উপায়ে একটি স্থায়ী আরবিট্রেশন কাউন্সিল গঠন করা হইবে।

১১.১। অনুচ্ছেদ ১০.২ ধারা অনুযায়ী আরবিট্রেশন কাউন্সিল এর চেয়ারম্যান এবং সদস্য নির্বাচন করা হইবে।

১১.২। চেয়ারম্যান এবং ২ জন সদস্য উপস্থিত থাকলেই কোরাম গঠিত হইবে।

১১.৩। দরখাস্তের সাথে আরবিট্রেশন ফি হিসাবে ৫০০০.০০ টাকা জমা প্রদান করিতে হইবে।

১১.৪। এই কাউন্সিল গঠিত হলে নূন্যতপক্ষে ৩ বছর বহাল থাকিবে।

গ্রাহক শ্রেণী বিন্যাস

পরিশিষ্ট-ক

গৃহস্থালী	বাণিজ্যিক	শিল্প
বাস ভবন হিসাবে ব্যবহৃত ঃ ১। বাড়ি/ইমারত ২। প্রতিরক্ষা বিভাগের আবাসিক ভবন। ৩। বিডিআর,পুলিশ, আনসার ভিডিপি-এর আবাসিক কোয়াটারসমূহ। ৪। জেলখানা আবাসিক কোয়াটার সমূহ। ৫। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট/দপ্তর/ এজেন্সীর আবাসিক কোয়াটার সমূহ। i) অব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পরিচালিত/ ব্যবহৃতঃ ১। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ছাত্রাবাস, ল্যাবরেটরিজ, কেন্টিন। ২। এতিমখানা, হাসপাতাল, গেষ্টহাউজ, সার্কিট হাউজ, ইনসেপকশন বাংলা/ডাকবাংলো। ৩। জেলখানার কেন্টিন, কয়েদীদের রান্না ঘর। ৪। বিডিআর,পুলিশ আনসার এর কেন্টিন ও মেস। ৫। সরকারী শিশুসদন, আশ্রম, তাবলিগ ট্রাস্ট, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, মাজার। ৬। শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংলগ্ন কেন্টিন ও শ্রমিকদের মেস/রান্নাঘর। ৭। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন মেস। ৮। বিভিন্ন অফিসের কেন্টিন সমূহ। ৯। প্রতিরক্ষা বিভাগের সকল প্রকার মেস ও কেন্টিন। ১০। BCSIR এর ল্যাবরেটরিজ সমূহ।	১। হোটেল ও আবাসিক হোটেল। ২। মিষ্টি প্রস্তুতকারী দোকান/প্রতিষ্ঠান। ৩। রেস্তোরা, চায়নিজ রেস্তোরা, কেন্টিন ও টি-স্টল। ৪। চিড়া/মুড়ি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান। (হস্তচালিত) ৫। প্রাইভেট ক্লিনিক/ল্যাবরেটরি/ হাসপাতাল। ৬। কমিউনিটি সেন্টার। ৭। স্নাকস/কাবার ঘর। ৮। বেকারী/কনফেকশনারী/লজেন্স/ চানাচুর/সেমাই/বিস্কুট প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান (হস্তচালিত) ৯। সাবান/পটারী/সিরামিক/রং/ঔষধ/ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান (হস্তচালিত)। ১০। ডিস্টিলড ওয়াটার/ডাইং ও প্রিন্টিং/ লন্ড্রী/ট্যানারী/চুড়ি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান (হস্তচালিত)। ১১। বরফ/আইসক্রীম প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান (অযান্ত্রিক উপায় চালিত) ইত্যাদি)।	১। বিসিক শিল্প নগরীতে অবস্থিত যান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প শ্রেণীর আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ। ২। বিসিক, বিনিয়োগ বোর্ড,শিল্প ব্যাংক শিল্প ঋণ সংস্থা, অন্যান্য অর্থলগ্নীকারী, প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় এবং ব্যক্তিগত চালিত প্রতিষ্ঠান সমূহ। ৩। বৃহৎ আকৃতির শিল্প কারখানা/প্রতিষ্ঠান সমূহ, উন্নতমানের হোটেল সমূহ (বয়লার, জেনারেটর ইত্যাদি ব্যবহারকারী) ৪। যান্ত্রিক উপায়ে ইট, টাইলস, সিরামিক, রিফ্র্যাকটরিজ, সেনিটারী দ্রব্যাদি, বৈদ্যুতিক দ্রব্যাদি ও অন্যান্য সামগ্রী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ। ৫। যান্ত্রিক উপায়ে চালিত বরফ/আইসক্রীম/সেমাই উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ। ৬। যান্ত্রিক উপায়ে চালিত ধান কল ও চিড়া/মুড়ি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান। ৭। শিল্প নীতিতে বর্ণিত অন্যান্য সকল শিল্প সমূহ।

মৌসুমী	চা-বাগান	বিদ্যুৎ	সার
৪	৫	৬	৭
। অযান্ত্রিক উপায়ে মৌসুম ভিত্তিক ইট প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ। । মৌসুমী ভিত্তিকপরিচালিত তামাক পাতা বিশুদ্ধকরণ কারখানা । মৌসুমী ভিত্তিক আখ ও ফল প্রক্রিয়ারকরণ কারখানা/প্রতিষ্ঠান।	চা-পাতা বিশুদ্ধ প্রক্রিয়াকরণ ও আনুষাঙ্গিক কাজে (বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জেনারেটর) ব্যতীত গ্যাস ব্যবহারকারী চা-বাগান সমূহ।	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের অধীনস্থ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সমূহ ও বৃহদকার অন্য সকল সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সমূহ যেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে প্রাকৃতিক গ্যাস জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়।	সরকারী এবং বেসরকারী মালিকানায় সার উৎপাদনকারী কারখানায়সমূহ যেখানে প্রাকৃতিক গ্যাস সার তৈরীতে ফিডষ্টক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ক্যাপিটিভ পাওয়ার	সিএনজি	ভবিষ্যতে সৃষ্ট অন্যকোন গ্রাহক
৮	৯	১০
য সকল গ্রাহক তাহাদের শিল্প/ ারখানার চাহিদাকৃত বিদ্যু ৎপাদনের জন্য গ্যাস জেনারেটর ্যাস ব্যবহার করিবে।	যে সকল গ্রাহক প্রাকৃতিক গ্যাসকে সংকোচন করিয়া বিভিন্ন ধরণের যানবাহনে সরবরাহ করিবে।	যথাযথ কর্তৃপক্ষ গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে নতুন কোন গ্রাহক শ্রেণী সৃষ্ট হইলে তাহারা এই শ্রেণীর আওতাভুক্ত হইবে।

বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকদের চালান ধাঁচ ও ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর

পরিশিষ্ট-খ

ক্রমিক নং	বাণিজ্যিক গ্রাহক (সাংবাৎসরিক) ঃ	উপশ্রেণীর আওতাভুক্ত গ্রাহকদের নাম	চালান ধাঁচ (ন্যূনতম)		ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর
			ঘন্টা/দিন	দিন/মাস	
১. বাণিজ্যিক গ্রাহক (সাংবাৎসরিক)					
১.১	হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট	ক) রেষ্টুরেন্ট/টি ষ্টল	১২	২৬	০.৮০
		খ) চাইনিজ রেষ্টুরেন্ট	১২	৩০	০.৮০
		গ) আবাসিক হোটেল/কাবাব ঘর স্ন্যাকসঘর।	৮	৩০	০.৮০
		ঘ) সুইটমিট (মিষ্টির দোকান) ও অন্যান্য	১২	৩০	০.৮০
		ঙ) কমিউনিটি সেন্টার।	৮	২৬	০.৮০
১.২	ক্ষুদ্র কুটির শিল্প (বিসিক শিল্প নগরীর বাহিরে হস্ত চালিত প্রতিষ্ঠান)	ক) খাদ্য শিল্পঃ	১৬	২৬	০.৮০
		১। বৃহৎ বিস্কুট কারখানা	১২	২৬	০.৮০
		২। বিস্কুট কারখানা/বেকারী/সেমাই কারাখানা /কনফেকশনারী/লজেন্স কারখানা	৮	২৬	০.৮০
		৩। চিড়া/মুড়ি/চানাচুর কারখানা।	১৬	২৬	০.৮০
		৪। লবন	৮	২৬	০.৮০
		৫। মোরব্বা ও অন্যান্য।			
		খ) রাসায়ন শিল্পঃ	১২	২৬	০.৮০
		১। সাবান কারখানা।	১২	২৬	০.৮০
		২। ঔষধ/রং/কারখানা/ট্যানারী।	১২	২৬	০.৮০
		৩। পটারী/সিরামিক।	১২	২৬	০.৮০
		৪। রাবার/প্লাষ্টিক কারখানা ও অন্যান্য ।	১২	২৬	০.৮০
		গ) ধাতব ও প্রকৌশল শিল্প।			
		ঘ) বিবিধঃ			
		১। ডিষ্টিলড ওয়াটার কারখানা।	১৬	২৬	০.৮০
		২। ডাইং /প্রিন্টিং /লন্ডী।	১২	২৬	০.৮০
		৩। চুড়ি/জোড়া দেওয়া (হস্ত-চালিত)।	৮	২৬	০.৮০
		৪। প্রাইভেট ক্লিনিক/ল্যাবরেটরী/ হাসপাতাল।	১২	৩০	০.৮০
		৫। আইসক্রীম/ঠান্ডা পানীয়/শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ প্লান্ট।	৮	২৬	০.৮০
২. শিল্প গ্রাহক (সাংবাৎসরিক)					
২.১	কাঁচ, সিলিকেট ও সিরামিক	ক) কাঁচ/চুড়ি/মার্বেল কারখানা।	১৬	২৬	০.৯০
		খ) সিলিকেটঃ			
		খ-১) বিরতিহীন পদ্ধতি।	১৬	২৬	০.৯০
		খ-২) ব্যাচ পদ্ধতি।	১৬	২৬	০.৯০
		গ) ইট/সিরামিক/টাইলসঃ			
		১। সাধারণ ও সিরামিক ইট।	২৪	৩০	০.৯০
		২। রিফ্রাক্টরীজ/টাইলসঃ			
		২-ক) সাটল পদ্ধতি (রেলযুক্ত)	২৪	২৬	০.৬৫
		২-খ) ব্যাচ পদ্ধতি (রেলবিহীন)	১২	২১	০.৮০
		৩। সিরামিক/ফাইন সিরামিকঃ			
		৩-ক) ট্যানেল পদ্ধতি।	১৬	২৬	০.৯০
		৩-খ) সাটল পদ্ধতি (রেলযুক্ত)।	১৬	২৬	০.৬৫
		৩-গ) ব্যাচ পদ্ধতি (রেলবিহীন)।	১২	২১	০.৮০

২.২	কেমিক্যাল	ক) লাইম ইন্ডাষ্ট্রিজ (ব্যাচ পদ্ধতি)	২৪	২৪	০.৮০
		খ) ঔষধ/ম্যাচ/প্রসাধনী	১২	২৬	০.৮০
		গ) কাগজ ও মন্ড			
		গ-১) বিরতিহীন পদ্ধতি।	১৬	২৬	০.৮০
		গ-২) রি-সাইকেল/সিগারেট এর কাগজ (ব্যাচ পদ্ধতি)	১৬	২৬	০.৮০
		ঘ) সাবান/রং কারখানা।	১২	২৬	০.৮০
		ঙ) সিমেন্ট।	২৪	৩০	০.৮০
		চ) প্লাষ্টিক/রাবার/জুতা কারখানা।	১২	২৬	০.৮০
		ছ) এসফল্ট প্লান্ট/আলকাতারা/ ন্যাপথলিন/নারিকেল তৈল।	১২	২৬	০.৮০
		জ) ট্যানারী ও অন্যান্য।	১২	২৬	০.৮০
		ঝ) অক্সিজেন।	২৪	২৬	০.৮০
২.৩	ধাতব কৌশল	ক) রিং-রোলিং ঃ			
		ক-১) পুশার ফার্নেস।	১২	২৬	০.৮৫
		ক-২) ব্যাচ ফার্নেস।	১২	২৬	০.৮০
		খ) এলুমিনিয়াম/এনামেল/ফাউন্ড্রি।	১২	২৬	০.৮৫
		গ) ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ।	১২	২৬	০.৮৫
		ঘ) ব্লেড কারখানা/হিটট্রিটমেন্ট/ গ্যালভানাইজিং ও অন্যান্য।	১২	২৬	০.৮৫
২.৪	পাট ও বস্ত্র	ক) টেক্সটাইল।			
		খ) গার্মেন্টস/গার্মেন্টস আয়রনিং গার্মেন্টস ওয়াশিং।	১২	২৬	০.৮৫
		গ) ডাইং এন্ড প্রিন্টিং।	৮	২৬	০.৮০
		ঘ) জুটমিলস্ ও অন্যান্য।			
২.৫	খাদ্য	ক) ভোজ্য তেলঃ			
		ক-১) বিরতিহীন পদ্ধতি।	১৬	২৬	০.৮০
		ক-২) ব্যাচ পদ্ধতি।	১২	২৬	০.৮০
		খ) ব্রেড ও বিস্কুট (যান্ত্রিক কারখানা)।	১৬	২৬	০.৮০
		গ) পানীয়/চকলেট/কনফেকশনারী (যান্ত্রিক কারখানা)	১২	২৬	০.৮০
		ঘ) লবণ	১৬	২৬	০.৮০
		ঙ) সেমাই কারখানা/নুডলস কারখানা/আইসক্রীম কারখানা	১২	২৬	০.৮০
		চ) হোটেল ও অন্যান্য।	১২	২৬	০.৮০
২.৬	ষ্টীমার টারবাইন		২৪	২৬	০.৮০
২.৭	অন্যান্য	ক) ট্যোবাকে/লন্ড্রী/উডওয়ার্ক/বৈদ্যুতিক সরমঞ্জাম (যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চালিত)	১২	২৬	০.৮০
		খ) শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ।	১২	২৬	০.৮০
৩.০	মৌসুমী গ্রাহক	ক) ইটখোলা	২৪	৩০	০.৯০
		খ) চিনি	১২	৩০	০.৮০
		গ) তামাক পাতা প্রক্রিয়াকরণ	১৬	২৬	০.৮০
৪.০	ক্যাপটিভ পাওয়ার	ক) সার্বক্ষণিক	২৪	২৬	০.৮০
		খ) কারখানা চলাকালীন সময়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন	সংশ্লিষ্ট গ্রাহক শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য চালনা ধাঁচ ও ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর প্রযোজ্য হইবে।		
		গ) পিডিবি/আরইবি/ডেসার বিদ্যুৎ এর ষ্ট্যান্ডবাই	৮	২৬	০.৮০
৫.০	সিএনজি		১২	২৬	০.৮০
৬.০	চা-বাগান		১৬	২৬	০.৮০

বিঃ দ্রঃ-

যে সকল গ্রাহকের চালান ধাঁচ সংশ্লিষ্ট গ্রাহক শ্রেণীতে উল্লেখ নাই সেই সকল গ্রাহকের চালনা ধাঁচ অন্য কোন শ্রেণীতে অন্তর্ভূক্ত থাকিলে উপরের বর্ণনা অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে। কোন গ্রাহকের চালনা ধাঁচ যদি কোন শ্রেণীতেই উল্লেখ না থাকে সেই সব ক্ষেত্রে উক্ত গ্রাহকের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্য কোন গ্রাহকের (একই শ্রেণীভূক্ত) চালনা ধাঁচ প্রযোজ্য হইবে।

সাধারণভাবে চালনা ধাঁচ পরিবর্তনের মাধ্যমে মাসিক লোড পুনর্নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনুমোদিত চালনা ধাঁচের মধ্যেই প্রযোজ্য মতে দৈনিক গ্যাস ব্যবহারের সময় ২ (দুই) ঘন্টা বা উহার গুণিতক হিসাবে (যেমন) ঃ ৪ (চার) ঘন্টা, ৬ (ছয়) ঘন্টা ইত্যাদি) হ্রাস/বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

গ্রাহক অনুমোদিত ঘন্টা প্রতি লোডের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ বার্ণার/গ্যাস স্থাপনা ব্যবহার করা সত্ত্বেও যদি দেখা যায় যে গ্রাহক অনুমোদিত লোডের ৫০% ৬০% পর্যন্ত গ্যাস ব্যবহার করিতে সম নয় এবং একই সংগে গ্রাহক গ্যাস কারচুপির অভিযোগেও অভিযুক্ত নয় এবং এ অবস্থা যদি ৬ মাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকে তাহা হইলে গ্রাহকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানী কর্তৃক গঠিত কমিটি দ্বারা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পূর্বক গ্রাহক কেন অনুমোদিত লোডের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গ্যাস ব্যবহার করিতে পারিতেছেন না তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করিয়া প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোম্পানীর অনুমোদনক্রমে অনুমোদিত সর্বনিম্ন চালনা ধাঁচের চাইতে চালনা ধাঁচ প্রয়োজন অনুযায়ী হ্রাস করা যাইতে পারে।

বাণিজ্যিক/শিল্প স্থাপনার জায়গা নিজস্ব না হইলে জায়গার মালিকের অঙ্গীকারনামা

আমি ----------পিতা/স্বামী ----------ঠিকানা--------
----------এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমি নিম্নেবর্ণিত তফসিল ভূমির মালিক ও দখলদার এবং গ্যাস কোম্পানী কর্ত"ক আমার ভাড়াটিয়া জনাব/মেসার্স----------
এর
সহিত উক্ত ভূমিতে গ্যাস লাইন ও আর এমএস স্থাপন এবং সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামাদির প্রয়োজনীয় স্থানান্ত-র এবং/বা অপসারণের ব্যাপারে চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে আমার কোন আপত্তি নাই এবং উক্ত গ্যাস লাইন আরএমএস স্থাপন এবং সরঞ্জামাদির প্রয়োজনীয় স্থানান্ত-র বা অপসারণের ব্যাপারে আমার কোন আপত্তি নাই বা থাকিবে না। উক্ত স্থাপিত আরএমএস বাহিরের অংশের গ্যাস লাইন/সরঞ্জামাদি সরানোর প্রয়োজন হইলে এবং/বা নিম্ন তফসিলভুক্ত ভূমির মালিকানা পরিবর্তন, লীজ, সাবলীজ দেওয়া হইলে তাহা সঙ্গে সঙ্গে গ্যাস কোম্পানীকে জানাইতে বাধ্য থাকিব। ভাড়াটিয়া তাহার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা বা অন্য কোন প্রকার পরিবর্তন কিংবা স্থানান্ত-র করিলে তাহা আমি সঙ্গে সঙ্গে গ্যাস কোম্পানীকে জানাইতে অঙ্গীকার করিতেছি। আমি আরো অঙ্গীকার করিতেছি যে উক্ত ভাড়াটিয়া জনাব/মেসার্স ----------
এর গ্যাস বিলসহ অন্যান্য পাওনাদি পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে তাহা আদায়ের ব্যাপারে গ্যাস কোম্পানীকে আমি সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করিব এবং প্রয়োজন হইলে সকল আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করিব। ভাড়াটিয়ার সঙ্গে চুক্তি বাতিল হইলে গ্যাস কোম্পানীকে সঙ্গে সঙ্গে অবহিত করিব। ভাড়াটিয়া যদি গোপনে ভাড়ার জায়গা ছাড়িয়া চলিয়া যায় তাহা হইলে তাৎনিকভাবে গ্যাস কোম্পানীকে অবহিত করিতে বাধ্য থাকিব।

আমি অদ্য ----------ইং তারিখে উপরোক্ত অঙ্গীকার নামা স্বে"ছায় ও সজ্ঞানে এবং বিনা প্ররোচনায় বুঝিয়া শুনিয়া সহি সম্পাদন করিলাম।

জায়গার তফসিল ঃ

জায়গার পরিমাণ ----------দাগ নং ----------খতিয়ান নং ----------মৌজা----------

মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং----------থানা ----------জেলা ----------

স্বাক্ষী ঃ

অঙ্গীকারকারীর স্বাক্ষর

১। স্বাক্ষর ----------
নাম ঃ----------
ঠিকানা ঃ ----------

স্বাক্ষী ঃ

২। স্বাক্ষর ----------
নাম ঃ----------
ঠিকানা ঃ ----------

Manager/ Incharge
Zone/R.S.O
.....

Bank Gurarantee No .....Date .....for Tk. .....only

Dear Sir,

One behalf of our Client (Name) .....(Address).....
.....do hereby stand a surety for Tk.....
(.....) only against their letter dated .....
regarding Gas supply to the said customer (Name) .....and
your demand Note No. .....Date .....under the following terms and conditions :

01. To make unconditional payment of tk. .....(.....
.....) only to you on your demadn without any question and without any reference whatsoever to our clinet.

02. This gurantee shall remain valid upto 5. (Five) years from the date of its issuanee i.e. upto .....

03. This period of guarnatee is further extendible if desired by our client and agreed upon by you and in that case we shall intimate you before expiry of the period mentionning the period of extension.

04. The gurantee shall remain in force on us and shall be irrevocable and confirmed.

05. This grantee shall not be affected by any change in the constitution of the guarantor Banks, its successor or assigns or by absorption of or by its amalgamation with any other Banks and the guarantee shall continue in force and be applicable, notithstanding any change in the composition of the contracting company.

06. That our liabilities under this guarantee is restrained upto Tk. .....
(.....) only. Aly claim under this guarantee must be pre-sented to us on or before the date of expiry of this guarantee. no claim will be entertained by us after expiry of this guarantee if not extended before hand.

07. After expir of this guarantee we shall be released and discharge from all liabilities within this guarantee and the same will become null and viod forthwith.

Signature of Bank Authority
Name .....
Desin :
Date .....
Seal .....